هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

তাবলীগী জমাতের নেছাবরূপে অনুমোদিত

جَزَاءُ الْأَعْمَالِ

জাযাউল আ'মাল

বা

কর্মের ফলাফল

মূল লেখক

মুজাদ্দেদে মিল্লাত হজরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্
এম, এম, রিসার্চ স্কলার

একমাত্র পরিবেশক

তাবলীগী কুতুবখানা

৬০নং, চক সার্কুলার রোড,

চক বাজার, ঢাকা—১২১১

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
প্রথম পাঠ	৭
প্রথম অধ্যায়	
পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়	১০
পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আল্লাহ্‌র তা বেদারী ও এবাদতের পার্থিব উপকারিতা	২৫
ছালাতুল হাজত	৩৩
এস্তেখারার নামাজ	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	
গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্পর্ক	৩৮
আলমে বরজখ বা কবর	৪২
চতুর্থ অধ্যায়	
এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত	৫০
পরিশিষ্ট	
কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা	৫৬
কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল	৫৬
কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বদ আমল	৫৮
আখেরী গোজারেশ	৬৪

মানুষ কেবল নেকী ও বদীর সুফল ও কুফল শুধু আখেরাতেই ভোগ করিবে বলিয়া মনে করে। অথচ দুনিয়াতেও যে ভালমন্দ কাজের ফলাফল অনেকাংশে ভোগ করিতে হয় অনেকেই সেই বিষয়ে অবগত নহে। আর আমাদের দুনিয়াবী কাজের সহিত আখেরাতের আজাব ও ছওয়াবের যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে উহার বিষয়ে মানুষের পুরাপুরি ধারণা নাই। মানুষের ধারণা সাধারনতঃ এইরূপ যে পরকালে আজাব ও ছওয়াবের একটা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ রহিয়াছে যদ্দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিয়া শাস্তি দান করিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা অফুরন্ত নেয়ামতের মালিক বানাইয়া দিবেন। মনে হয় যেন আজাব ও নেয়ামতের সহিত ইহজীবনের নেকী বদীর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা কোরান ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের বাণীসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হইবে যে, নেকী ও বদীর দ্বারা আখেরাতে যেমন উহার সুফল ও কুফল ভোগ করিবে তেমন দুনিয়াতেও উহার কিছুটা সুফল ও কুফল সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণ করা হইবে যে, আমল ও পরিণামের মধ্যে এমন সম্পর্ক রহিয়াছে

যেমন আগুন জ্বালাইলে খানা পাক হয়, খানা খাইলে তৃপ্তিলাভ হয় এবং পানি ঢালিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়। এই ভাবেই ইহকালের কার্যাবলীর সহিত পরকালের ফলাফল সম্পর্ক যুক্ত রহিয়াছে।

আশা করি আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে এই দুইটি কথা বুঝে আসার পর মানুষের মনে এবাদতের প্রতি অনুরাগ ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা পয়দা হওয়া সহজ হইবে। এতদউদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত "জাযাউল আ'মাল" পুস্তিকাটি রচনা করা হইল। একমাত্র আল্লাহ্র তওফীক্বেই ইহা সম্ভব।

প্রথম পাঠ

আমলের সহিত ছাওয়াব ও আজাবের সম্পর্ক পবিত্র কোরানে মজীদে বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও আমলকে শর্ত এবং উহার প্রতিক্রিয়াকে প্রতিদান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে।

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

"যখন তাহারা নিষিদ্ধ কাজ করিয়া নাফরমানী করিল তখন আমি বলিলাম তোমরা নিকৃষ্টতম বানরে পরিণত হইয়া কৃতকর্মের সাজা ভোগ কর।"

ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হইল যে, অবাধ্যাচরণ করার দরুণই তাহারা এইরূপ শাস্তিভোগ করিল। অন্যত্র বর্ণিত আছে।

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ.

"তাহারা যখন নাফরমানী করিয়া আমাকে অসন্তুষ্ট করিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম।"

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, শাস্তিভোগ করার একমাত্র কারণ হইল আল্লাহ্র নাফরমানী।

অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থাৎ ঃ "যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য উপযুক্ত পয়সালা করিয়া দিবেন আর গোনাহ্ সমূহ মাফ করিয়া তোমাদিগকে দোষ মুক্ত করিবেন।"

আরও এরশাদ হইতেছে—

لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔

"যদি তাহারা (পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া) সরল পথে মজবুত থাকিত তবে আমি তাহাদিগকে প্রচুর পানি দান করিতাম।"

অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔

"যদি তাহারা তওবা করে ও নামাজ কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।"

আরও এরশাদ হইতেছে— ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ۔

ক্বেয়ামতের দিন পাপীদিগকে বলা হইবে, এই শাস্তি তোমাদিগকে তোমাদের গোনাহের কারণেই দেওয়া হইতেছে।"

আরও বলেন— ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا۔

"যেহেতু তাহারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল।" আবার এরশাদ হইতেছে— فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ۔

"তাহারা আপন প্রতিপালকের পয়গম্বরকে অস্বীকার করার দরুণই আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে পাকড়াও করিলেন।"

তাহাদের বিষয় আরও বলা হইতেছে—

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔

"তাহারা মুছা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে অস্বীকার করিল। কাজেই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল।"

ইউনুছ (আঃ) এর বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"ইউনুছ (আঃ) যদি তাছ্বীহ্ পাঠকদের অন্তর্ভুক্ত না হইতেন তবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই আবদ্ধ থাকিতেন।"

অন্যত্র এরশাদ হইতেছে—

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔

"তাহারা যদি নছীহতের বিষয়বস্তুর উপর আমল করিত তবে তাহাদের জন্য ভালই হইত।"

এই সমস্ত আয়াত পরিস্কারভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, আমল এবং আজাব ও ছওয়াবের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথম আধ্যায়
পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়

গোনাহের দরুণ যেই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হয় উহার কোন ইয়ত্তা নাই। এখানে কোরান ও হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে, অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

কোরানে মজীদে নাফরমান লোকদের বহু কেচ্ছা ও তাহাদের শাস্তির বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে, উহা সকলেই অবগত আছেন। একমাত্র নাফরমানীর কারণেই ইবলীছ আছমান হইতে বিতাড়িত হইয়া জমীনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার ছুরত বিগড়াইয়া যায়, রহমতের পরিবর্তে গজবে পতিত হয়। নুহ (আঃ) এর জমানায় কোন কারণে সমস্ত জগত বাসী মহা প্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল। আদ বংশের লোকজন ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে কেন ধ্বংস হইল? বিকট গর্জনে কওমে ছামুদ কলিজা ফাটিয়া কেন নিপাত হইল? লুত (আঃ) এর কওমকে কেন আকাশে উঠাইয়া উল্টাইয়া দেওয়া হইল? কওমে শোয়ায়েবের উপর মেঘের ছুরতে অগ্নি কেন বর্ষিত হইল? মহাপাপী ফেরাউন সদল বলে লোহিত সাগরে কেন ডুবিয়া মরিল? সারা জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ সহ কারুন কেনই বা মাটির নীচে ধ্বসিয়া গেল? দুষ্টাচার ও পাপাচার বনী ইছরাঈল বিভিন্ন আজাবে গ্রেপ্তার হইয়া কেনই বা ধ্বংস হইয়া গেল? কখনও অত্যাচারী বাদশার কবলে, কখনও উকুন বেঙের উপদ্রবে, আবার কখনও ভীষণ তুফানে নিপতিত হইয়া, শেষ পর্যন্ত শূকর এবং বানরেও পরিণত হইতে দেখা যায়। এইসব কিসের বদৌলতে হইয়াছিল? একমাত্র আল্লাহ্‌র নাফরমানীর দরুণই উল্লেখিত ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইয়াছিল।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

সমস্ত ঘটনারই সংক্ষিপ্ত সার এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

"অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল।"

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন পাপীষ্ঠগণ আপন পাপের দরুণ দুনিয়াতেই কতশত প্রকার আজাব ভোগ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ এব্‌নে হাম্বল হইতে বর্ণিত আছে, মুছলমান কর্তৃক সিসিলী দ্বীপ জয়ের দিন হজরত আবু দারদা (রাঃ) একাকী বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত জোবায়ের এব্‌নে নকীর (রাঃ) বলিলেন, আজ যখন ইছলাম এবং মুছলমানগণকে আল্লাহ্ পাক জয়যুক্ত করিয়া ইজ্জত দান করিয়াছেন তখন আপনার কান্নার কারণ কি হইতে পারে? তিনি উত্তর করিলেন, আয় জোবায়ের, আফছোছ! তুমি এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিলে না? যখন কোন জাতি আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্যাচরণ করে তখন তাহারা শাহী তখ্‌তের মালিক হইয়াও কিরূপ বেইজ্জত ও পর্যুদস্ত হইতে পারে। সিসিলী বাসীর এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়াই আমি কাঁদিতেছি।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, মানুষ পাপ কর্মের দরুণ প্রাপ্য রিজিক হইতে মাহরূম হইয়া যায়। এব্‌নে মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ এব্‌নে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, আমরা দশজন লোক হুজুরের খেদমতে হাজির ছিলাম, হুজুর (ছঃ) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, পাঁচটি ভয়ানক ব্যাপার হইতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে হেফাজতে রাখুন। সেই পাঁচটি কাজ হইল, কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতার কাজ যখন ব্যাপকভাবে শুরু হইবে তখন তাহাদের মধ্যে প্লেগ এবং এমন রোগ সমূহ দেখা দিবে যাহা তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও দেখে নাই। (২) কোন জাতি ওজনে কম দিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা

দিবে আর অত্যাচারী শোষকের কবলে নিপতিত হইবে। (৩) কোন জাতি জাকাত বন্ধ করিয়া দিলে রহমতের বৃষ্টি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যাইবে। পশুপক্ষী না থাকিলে তাহাদের উপর একটি ফোটাও বৃষ্টি বর্ষিত হইবে না। (৪) কোন জাতি ওয়াদা খেলাফ শুরু করিলে ভিন্ন কোন দুশমন তাহাদের উপর জয়যুক্ত হইয়া তাহাদের ধন-সম্পদ সব আত্মসাৎ করিয়া লইবে। (৫)এব্‌নে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) এর খেদমতে ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, মানুষ যখন জিনা করাকে জায়েজ কাজের ন্যায় প্রকাশ্যে করিতে থাকে ও শরাব এবং গান-বাদ্য আরম্ভ করে তখন আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট হইয়া জমীনকে কম্পমান হইতে আদেশ করেন।

খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) রাজ্যের সর্বত্র এই বলিয়া একটি ফরমান জারী করিয়াছিলেন যে—

ভূমিকম্প আল্লাহ্ পাকের গজবের একটি নিদর্শন। অতএব আমার আদেশ হইল, সমস্ত মুছলমান অমুক মাসের অমুক তারিখে ময়দানে গিয়া কান্নাকাটি করিবে এবং সাধ্যমত ছদ্‌কা খয়রাত করিবে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى۔

"নিশ্চয় সফলতা লাভ করিয়াছেন ঐসব লোক যাহারা পবিত্রতা হাছেল করিয়াছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে।"

হে লোক সকল! তোমরা আদম (আঃ) এর মত এইভাবে দোয়া করিতে থাকিও।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজের নফ্‌ছের উপর জুলুম করিয়াছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর তবে আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।"

হজরত ইউনুছ (আঃ) এর মতে এইরূপ দোয়া করিতে থাক— লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা ছোব্‌হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালেমীন। অর্থাৎ হে খোদা! তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তোমারই পবিত্রতা বয়ান করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি অপরাধ করিয়াছি।

এব্‌নে আবিদ্দুনিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন— যখন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদিগকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তখন বেশী বেশী করিয়া শিশু সন্তানদের অকাল মৃত্যু দিয়া থাকেন এবং মেয়েলোকগণ বন্ধ্যা হইয়া যায়।

মালেক এব্‌নে দীনার (রঃ) বলেন, আমি হেকমতের কিতাবসমূহে পাঠ করিয়াছি, "আল্লাহ্ তায়ালা বলেন— আমি সমস্ত বাদশার বাদশাহ্। বাদশাহের অন্তর আমার হাতের মধ্যে, যাহারা আমার হুকুম পালন করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য সদয় করিয়া দেই। আর যাহারা আমার নাফরমানী করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য নিষ্ঠুর করিয়া দেই। অতএব তোমরা রাজা-বাদশাদিগকে মন্দ বলিওনা বরং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমিই তাহাদিগকে তোমাদের উপর মেহেরবান করিয়া দিব।"

ইমাম আহমদ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক বনী ইছরাঈলদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— আমার এবাদত করিলে আমি রাজী

আমি যখন রাজী হই, বরকত দান করি এবং আমার বরকতের কোন সীমা নাই। পক্ষান্তরে আমার নাফরমানী করা হইলে আমি রাগান্বিত হইয়া অবাধ্য ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ করিয়া থাকি আর সেই লা'নতের তা'ছীর তাহার সাত পুরুষ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, মানুষ যখন খোদার নাফরমানী শুরু করে তখন যে ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিত সেও তাহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করে।

পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা

১। পাপের দ্বারা মানুষ এলেম হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, কেননা এলেম একটি বাতেনী নূর বিশেষ, আর সেই নূর গোনাহের দরুণ নিভিয়া যায়। ইমাম মালেক (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কে এই বলিয়া অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমি দেখিতেছি যে, আল্লাহ্ পাক তোমার অন্তরে একটা নূর পয়দা করিয়াছেন কাজেই তুমি সেই নূরটাকে গোনাহের অন্ধকার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিওনা।

২। গোনাহের দরুণ রিজিকের বরকত কমিয়া যায়। এই বিষয়ক হাদীছ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। গোনাহের দরুণ আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কহীনতা পয়দা হয়, সামান্যতম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারে। জনৈক বুজুর্গের নিকট কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত মনের অনাগ্রহ অবস্থার অভিযোগ করিলে তিনি উপদেশ দেন—

وَإِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّنُوبُ فَدَعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسْ

পাপের দরুণ যখন তুমি খোদার নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া যাও তখন তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর।

৪। পাপের দরুণ মানুষের সহিতও সম্পর্ক কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া নেক লোকের সহিত উঠাবসা করিতে মন চাহে না। এইভাবে নেক লোকের বরকত হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি যদি কোন গোনাহ্ করিয়া ফেলি তবে উহার তা'ছীর আমার স্ত্রী ও আমার জানোয়ারের মধ্যে অনুভব করিতে থাকি। যেহেতু তাহারা তখন আর আমার কথা পূর্বের ন্যায় শুনিতে চাহে না।

৫। গোনাহ্গার ব্যক্তি কাজ কারবারে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। তার বিপরীত পরহেজগারী এখ্তিয়ার করিলে কামিয়াবীর রাস্তা বাহির হইয়া যায়।

৬। গোনাহ্ করিলে অন্তর মরিয়া যায় এবং উহার তা'ছীর পরিস্কারভাবে চেহারায় ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ লোকটি সুন্দর হইলেও তাহার চেহারায় নূর থাকে না। উহার প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হয় যদ্দ্বারা সে বেদ্আত ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হইয়া যায়।

৭। গোনাহের দরুণ শরীর এবং অন্তর দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্তর দুর্বল হওয়ার অর্থ হইল নেক কাজের আগ্রহ হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে উহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। বাকী শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তির অধীন হওয়ার দরুণ শরীরও ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখুন পারশ্য ও রোম অধিবাসীগণ অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্বেও মানসিক দুর্বলতার দরুণ ছাহাবাদের সামনে টিকিয়া উঠিতে পারে নাই।

৮। পাপের দরুণ মানুষ এবাদত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। মনে করুন পাপের কারণে আজ একটি কাল একটি পরশু একটি এইভাবে প্রতিদিন একটি

করিয়া নেক কাজ ছুটিয়া গেলে অবশেষে সে যাবতীয় সৎকর্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

৯। পাপের দরুণ হায়াত কমিয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে, নেক কাজের দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। কাজেই উহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদ কাজের দরুণ হায়াত কমিয়া যায়। এখানে হায়াত কি করিয়া কম বেশী হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অবান্তর। কেননা শুধু যে হায়াত মউত তক্বদীরে লেখা আছে এমন নহে। রিজিক দৌলত, সুখ-দুঃখ আমীরী-গরীবী সবকিছুই তক্বদীরে লেখা আছে, তবুও আমরা সব কাজে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং চেষ্টা করার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে। তক্বদীরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা হয় নাই। সুতরাং তক্বদীরে হায়াত মউত লেখা আছে বিধায় আমরা চেষ্টা ও সৎকাজ ত্যাগ করিতে পারি না।

১০। একটি গোনাহ্ অন্য একটি গোনাহের সহায়ক হইয়া পাপী ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে পাপের ভিতর ডুবিয়া যায়। অবশেষে উহা এমন অভ্যাসে পরিণত হয় যে, উহা হইতে আর পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

১১। গোনাহ্ করিতে থাকিলে মানুষ তওবার তওফীক্ব হারাইয়া ফেলে এমন কি ঐ অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু আসিয়া যায়।

১২। অধিক গোনাহ্ করিতে করিতে উহা যে একটি অন্যায় কাজ এই ধ্যান ধারণা অন্তর হইতে মিটিয়া যায়। বরং ক্রমান্বয়ে নির্লজ্জভাবে সগৌরবে প্রকাশ্যে উহা করিতে থাকে। এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্ষমা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা প্রকাশ্যভাবে গোনাহের কাজ করে তাহারা ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মতই ক্ষমার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশ্য ভাবে গোনাহ্ করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গোনাহের কথা গোপন রাখেন, কিন্তু বান্দা নিজেই সকাল বেলায় নিজেকে

বেইজ্জত করিয়া নিজের পাপের কথা এইভাবে বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক দিন অমুক পাপ কাজ করিয়াছি অথচ আল্লাহ্ পাক তাহার পাপকে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবার পাপ কখনও কুফুরীর সীমায় পৌঁছিয়া যায় জনৈক বুজুর্গ বলেন, তোমরা গোনাহের ভয় করিতেছ, কিন্তু আমি কুফুরের ভয় করিতেছি।

১৩। যে কোন পাপই আল্লাহ্র দুশমনদের ত্যাজ্য সম্পত্তি। সুতরাং পাপী ব্যক্তি যেন আল্লার শত্রুদের উত্তরাধিকারী। যেমন বালকদের সহিত অপকর্ম করা লুত (আঃ) -এর কওমের কৃত ত্যাজ্য সম্পত্তি আর ওজনে কম দেওয়া শোয়ায়েব (আঃ) এর কওমের ত্যাজ্য সম্পত্তি, অত্যাচার অবিচারের দরুণ অশান্তি সৃষ্টি করা ফেরাউনদের মীরাছ, জুলুম ও অহংকার কওমে-হুদের মীরাছ। অতএব পাপীষ্ঠ লোকেরা উক্ত পাপী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরই অংশ ভোগ করিতেছে। হজরত এব্নে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন — مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিবে তাহাকে উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৪। গোনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহতালার নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া যায়। আর যে আল্লাহ্র দরবারে লাঞ্ছিত হয় মানুষের নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন।

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ -

আল্লাহ্যাহাকে বেইজ্জত করেন কেহই তাকে ইজ্জত দিতে পারে না।

১৫। পাপের অপকারিতা শুধু পাপীই ভোগ করে না বরং অন্য মাখলুকও তাহার দরুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, কাজেই সকলেই তাহার উপর লা'নত

বর্ষণ করিয়া থাকে। হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন, দুর্ভিক্ষের দিনে চতুষ্পদ জন্তু মানুষের উপর লা'নত করিয়া থাকে।

১৬। গোনাহ্ করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধি বিবেক বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু "আক্কল" একটি নূর বিশেষ, আর সেই নূর পাপের অন্ধকার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বরং গোনাহ্ করাই বিবেক শূন্যতার পরিচায়ক, সুস্থ বিবেক থাকিলে কেহই এই কথা জানিয়াও যে আমি আল্লাহ্র কুদরতি হাতে আবদ্ধ আছি, কখনও অপকর্মে লিপ্ত হইতে পারে না। আর এই কথাও সে জানে যে, আমার পাপের জন্য ফেরেশ্তাগণ সাক্ষী রহিয়াছে, কোরান এবং ঈমান নিষেধ করিতেছে, মৃত্যু এবং দোজখের ভয়ংকর দৃশ্য আমার সামনে রহিয়াছে। ক্ষণিকের ইজ্জত আমাকে অনন্ত চিরস্থায়ী শান্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছে। এসব চিন্তা করা সত্ত্বেও কি কোন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করিতে পারে?

১৭। গোনাহের একটি বিরাট ক্ষতি এই যে, গোনাহ্গার ব্যক্তি রাছূলে আকরাম (ছঃ) এর লা'নতের মধ্যে পতিত হইয়া যায়। যেহেতু হুজুর (ছঃ) অনেক গোনাহের উপর লা'নত করিয়াছেন। আর যেইসব কাজ গোনাহ হইতেও বড় উহার জন্য ত নিশ্চয় অভিশাপ রহিয়াছে, যেমন হুজুর (ছঃ) লা'নত করিয়াছেন ঐ সব স্ত্রী পুরুষের উপর যাহারা সুচ ও নীলের দ্বারা শরীরে নক্শা অঙ্কন করে বা করায়।

লা'নত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা অন্যের চুল নিজের চুলের সহিত মিলাইয়া নিজের চুলের পরিমাণ বাড়াইয়া লয়।লা'নত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া হিলা করিয়া হারামকে হালাল করিবার জন্য অপরের নিকট স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই উভয় ব্যক্তির উপর লা'নত।

হুজুর (ছঃ) আরও লা'নত করিয়াছেন চোরের উপর এবং যে মদ পান করে বা করায় বা তৈয়ার করে বা বিক্রী করে বা উহা দ্বারা পয়সা উপার্জন করে বা মদের বোঝা আনয়ন করে সকলের উপর।

আরও লা'নত করিয়াছেন, যে জমির সীমানা লংঘন করে, আর যে নিজের বাপকে মন্দ বলে। আর ঐসব পুরুষের উপর যাহারা নারী লোকের ছুরত এখ্তিয়ার করে, এবং ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। আরও লা'নত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামের উপর জবেহ্ করে আর যাহারা দ্বীনের মধ্যে নূতন জিনিস সৃষ্টি করে বা সেই বেদআতীকে যে আশ্রয় দেয় তাহার উপর, লা'নত করিয়াছেন যে জানদারের ফটো তোলে তাহার উপর। যে বালকদের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের চেহারায় দাগ লাগায় তাহার উপর, আরও লা'নত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা মাযারে যায় এবং যাহারা মাযারে ছেজ্দা করে অথবা বাতি জ্বালায়। আরও লা'নত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে কোন মেয়েলোককে তাহার স্বামী হইতে অথবা কোন গোলামকে তাহার মনিব হইতে পৃথক করিবার কুমন্ত্রণা দেয়। হুজুর (ছঃ) আরও লা'নত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা স্ত্রীর পশ্চাদ দ্বার দিয়া ছোহ্বত করে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে মেয়েলোক রাগ করিয়া স্বামীর বিছানা হইতে পৃথক হইয়া রাত্রি যাপন করে ভোর পর্যন্ত ফেরেশ্তা গণ তাহার উপরে লা'নত করিতে থাকে।

আরও লা'নত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের বাপকে ছাড়িয়া অন্যের সহিত বংশ পরিচয় দেয়। হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দিকে বিদ্রুপ বা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশ্তাগণ তাহার উপর লা'নত করে। যাহারা ছাহাবাদিগকে মন্দ বলে

তাহাদের উপরও লা'নত করিয়াছেন। যাহারা জমীনের উপর অনর্থক অঘটন ঘটায়, বা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বা আল্লাহ্ ও রাছূলকে কষ্ট দেয় বা শরীয়তের আহকামকে গোপন করে এই সবের উপর লা'নত করিয়াছেন।

হুজুর (ছঃ) আরও লা'নত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা সতীসাধ্বী নারীদের উপর জিনার অপবাদ দেয় আর যাহারা মুছলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদিগকে উৎসাহিত করে। আর যাহারা ঘুষ খায় অথবা ঘুষ দেয় অথবা ঘুষ লওয়া দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে।

১৮। পাপ করিলে ফেরেশ্‌তাদের নেক দোয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কোরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছে —

"যেই সমস্ত ফেরেশ্‌তা আরশ বহন করিতেছেন আর যাহারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি সীমাহীন এলেম এবং রহমতের মালিক, সুতরাং যাহারা তওবা করে – ও আপনার পথে চলে তাহাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন ও জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজত করুন"।

দেখুন, ঐসব লোকের জন্য ফেরেশ্‌তাগণ দোয়া করিতে থাকেন যাহারা আল্লাহ্‌র পথে চলে, আর যাহারা পাপ করিয়া বিপথগামী হয় তাহারা এত বড় নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়—

১৯। গোনাহের দরুণ দুনিয়ার বুকে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ.

"অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।"

ইমাম আহমদ (রঃ) একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আমি কোন এক সময় বনি উমাইয়াদের রাজ কোষে খেজুরের দানার সমান এক একটি গমের দানা দেখিয়াছি। ঐগুলি একটি থলির মধ্যে ছিল এবং উহার উপর লেখা

ছিল, "ইনছাফের যুগে এইরূপ ফসল উৎপন্ন হইত" বুজুর্গেরা বলেন, আগের জমানার ফল বর্তমান জমানা হইতে বড় ছিল। আবার যখন ঈছা (আঃ) এর জমানা আসিবে তখন পাপ কমিয়া পূণ্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে বিধায় সেই বরকত ফিরিয়া আসিবে। এমনকি একটি জমাতের জন্য একটি আনারই যথেষ্ট হইবে এবং জমাতের সকলেই আনারের খোসার ছায়ার নীচে বসিতে পারিবে। আঙ্গুরের থোকা এত বড় হইবে যে, উহা উটের বোঝা হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে বর্তমান জমানায় আমাদের পাপের দরুণই এত বেশী বে-বরকতী দেখা যায়।

২০। গোনাহ্ করিলে মানুষ লজ্জা শরম হারাইয়া ফেলে। অতঃপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

২১। গোনাহ্ করিলে অন্তর হইতে আল্লাহ্‌র আজমত উঠিয়া যায়। দিলে আজমত না থাকিলে আল্লাহ্‌র নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। সুতরাং জনসাধারনের নজরেও তাহার কোন ইজ্জত থাকে না।

২২। গোনাহ্ করিলে আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহ উঠিয়া গিয়া বান্দা নানা প্রকার বালা মুছিবতে গ্রেপ্তার হইয়া যায়। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, গোনাহ্ ব্যতীত কোন বালা মছিবত নাজেল হয় না আর কোন বালা মছিবত তওবা ব্যতীত কিছুতেই দূর হয় না।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

অর্থাৎ— যাহা কিছু মছিবত তোমার উপর অবতীর্ণ হয় উহা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর "আল্লাহ্ পাক বেশীর ভাগ ত ক্ষমা করিয়াই দেন।"

আরও এরশাদ হইতেছে—

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ـ

অর্থাৎ— "আল্লাহ্ পাক নিজ প্রদত্ত নেয়ামতের অবস্থা কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেদের অবস্থার নিজেরাই পরিবর্তন না করেন।"

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেয়ামত ছিনাইয়া নেওয়ার একমাত্র কারণ হইল গোনাহ্।

২৩। গোনাহের আর একটি ক্ষতি এই যে, গোনাহ্গার বিভিন্ন প্রকার খারাপ উপাধি লাভ করিয়া থাকে। যেমন নেককারকে বলা হয় মোমেন, মোত্তাক্বীন, পরহেজ্গার, অলী, আবেদ, জাকের ইত্যাদি। আর বদকারকে বলা হয় ফাছেক, ফাজের, পাপী, মিথ্যাবাদী, দাগাবাজ, মালউন ও জাহেল ইত্যাদি।

২৪। গোনাহ্গার শয়তানের চক্রান্তে আবদ্ধ হইয়া যায়, কেননা এবাদত একটি দূর্গ বিশেষ, মানুষ যখন এবাদত ছাড়িয়া পাপে লিপ্ত হয় তখন যেন দূর্গের বাহিরে আসিয়া পড়িল, কাজেই তখন শয়তানের খপ্পরে পড়িয়া তাহার আপাদ মস্তক পাপে ডুবিয়া যায়।

২৫। গোনাহের আর একটি অপকারিতা এই যে, পাপী ব্যক্তির মনের শান্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। সব সময় পেরেশান থাকে, কি জানি কেহ তাহার কথা জানিয়া ফেলে নাকি, অপদস্ত হয় নাকি বা কেহ্ প্রতিশোধ নেয় নাকি। আমার নিকট কোরআনে পাকে বর্ণিত "সঙ্কীর্ণ জীবনের" ইহাই অর্থ।

২৬। গোনাহ্ করার আর একটি অপকারিতা যে, পাপ করিলে মৃত্যুকালে কালেমা নছীব হয় না। বরং সুস্থাবস্থায় যে জিনিসের অভ্যাস ছিল মুখে উহাই

আসিতে থাকে। জনৈক ব্যবসায়ীকে মৃত্যুর সময় কালেমার তালক্বীন দিতে থাকিলে সে শুধু বলিতে থাকে— এই কাপড়টা বড় ভাল, খরিদ্দার ইহাকে খুব পছন্দ করিয়া থাকে। অবশেষে ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়া যায়। কথিত আছে জনৈক ফকীর মৃত্যুকালে শুধু বলিতেছিল— আল্লাহ্র ওয়াস্তে একটি পয়সা, আল্লাহ্র ওয়াস্তে একটি পয়সা, এইভাবে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। অন্য এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে **বলিলে** সে বলিতে থাকে আহা আহা আমার মুখ দিয়া **উহা** বাহির হয় না। এইরূপ ঘটনা শুনা যায়, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে মাফ করুন।

২৭। গোনাহ্ করিলে আল্লাহ্র রহমত হইতে নৈরাশ্য আসিয়া যায়, এমন কি মৃত্যুর সময় তওবা না করিয়াই মারা যায়। জৈনিক ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলায় সে গান জুড়িয়া দিয়াছিল—তানাতান্ তানাতান্। সে বলিতেছিল আমি কত শত পাপ করিয়াছি ঐ কালেমা পড়িয়া কি লাভ হইবে। ঐ ভাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্য ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলায় সে বলিয়াছিল আমি জীবনে কখনও নামাজ পড়ি নাই, ইহা পড়িয়া আমার কি লাভ হইবে? আর এক ব্যক্তি বলিয়াছিল কে যেন আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে খোদা! আপনি আমাদিগকে হেফাজত করুন।

এই পর্যন্ত কিছুটা দুনিয়াবী ক্ষতি ও মছিবতের বর্ণনা দেওয়া গেল, আখেরাতের মছিবতের কথা সামনে আসিতেছে। আল্লাহ্ পাক সবাইকে তাঁহার নাফরমানী হইতে হেফাজতে রাখুন। আমিন!

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্‌র তাবেদারী ও এবাদতে পার্থিব উপকারিতা

১। আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমের তাবেদারী ও এবাদত করিতে থাকিলে রিজিক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করিতেছেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔

অর্থাৎ—যদি তাহারা তাওরীত এবং ইঞ্জিলের আদেশ মত হুজুরের তাবেদারী করিত তবে তাহারা মাথার উপর দিক হইতে ও পায়ের নীচের দিক হইতে রিজিক লাভ করিত। অর্থাৎ উপর দিক হইতে রহমতের বৃষ্টি ও নীচের দিকহইতে ফসল লাভ করিত।

২। এবাদতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বরকত হাছেল হইয়া থাকে। এরশাদ হইতেছে—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"যদি তাহারা ঈমান আনিত ও পরহেজগারী এখ্‌তিয়ার করিত তবে আমি তাহাদের উপর আছমান এবং জমীন হইতে বরকতের দরজা খুলিয়া দিতাম,

কিন্তু তাহারা আমাকে এবং রাছুলকে অবিশ্বাস করিয়াছে তাই তাহাদের বদ আমলের দরুন আমি তাহাদিগকে পাক্‌ড়াও করিলাম।

৩। আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারী করিলে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া যায়। এরশাদ হইতেছে—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ۔

"যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্‌ পাক তাহার জন্য মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন এবং তাহার কল্পনার অতীত স্থান হইতে তাহার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট"।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরহেজগারীর দরুন যাবতীয় মছিবত হইতে মুক্তিপাওয়া যায়।

৪। এবাদতের দ্বারা যাবতীয় উদ্দেশ্য সহজে হাছেল হয়, আল্লাহ্‌ পাক বলেন—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ أَمْرِهٖ يُسْرًا۔

যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্‌ পাক তাহাদের জন্য যাবতীয় কাজ আছান করিয়া দেন।

৫। এবাদতের দ্বারা শান্তিময় জীবন লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌ পাক বলেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً۔

"যেই ব্যক্তি নেক আমল করে পুরুষ লোক হউক বা স্ত্রী লোক হউক আর সে মোমেনও বটে আমি তাহাকে সুখময় জীবন দান করিয়া থাকি।"

প্রকৃতপক্ষে নেককার লোকদের মত আনন্দদায়ক জীবন রাজা বাদশাদেরও নছীব হয় না।

৬। আল্লাহ্র হুকুম পালন করিলে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, ধন–সম্পদ বাড়ে, আওলাদে বরকত হয়, বাগানে ফল ফলে, নদীর পানিতে বরকত দেখা দেয়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا۔ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا۔

"তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আছমান হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে ধন–সম্পদ এবং সন্তান–সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান ও নহরের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। ঈমান আনয়ন করিলে অশেষ খায়ের ও বরকত নছীব হয়। আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনদের উপর হইতে যাবতীয় বালা মছিবত দূর করিয়া দেন।"

(খ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের সাহায্যকারী হন। যেমন ফরমাইতেছেন—

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বন্ধু"

(গ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমান ওয়ালাদের অন্তরকে মজবুত রাখিবার জন্য ফেরেশ্‌তাদিগকে আদেশ দেন—

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔

(বদরের যুদ্ধে) তোমার প্রতিপাকল ফেরেশ্‌তাদের নিকট অহী পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। কাজেই তোমরা ঈমানদারদিগকে দৃঢ় পদ রাখ।"

(ঘ) যাবতীয় ইজ্জত মোমেনদের জন্য। ফরমাইতেছেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুল এবং মোমেনদের জন্য যাবতীয় ইজ্জত।

(ঙ) উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ۔

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন।"

(চ) ঈমানদারদের জন্য সকলের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا۔

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে অতি শীঘ্রই আল্লাহ্ পাক সকলের অন্তরে তাহাদের জন্য মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।"

হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক কোন বান্দাকে যখন ভালবাসেন তখন ফেরেশ্তাদিগকে হুকুম দেন যেন তাহাকে ভালবাসে। তারপর জমিনেও উহার প্রচার করা হয় ফলে দুনিয়ার লোকও তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। এমন কি তাহার মর্যাদা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, পশুপক্ষী পর্যন্ত তাঁহার তাবেদারী করিতে আরম্ভ করে।

توہم گردن از حکم داور مپیچ
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ

অর্থ— তুমি আল্লাহ্র হুকুমের অবাধ্য হইওনা তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই তোমার হুকুমের অবাধ্য হইবে না।

(ছ) ঈমানদারদের জন্য কোরান শরীফ চিকিৎসা স্বরূপ—

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ۔

"আপনি বলিয়া দিন যে, কোরান মোমেনদের জন্য হেদায়েত এবং শেফা।"

মূল কথা ঈমানের বদৌলতে যাবতীয় নেয়ামত এবং মঙ্গল হাছেল হয়।

৮। এবাদত করিলে আর্থিক অসুবিধা দূর হয় ও কিছু নষ্ট হইলে তদপেক্ষা ভাল জিনিস পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন—

"হে রাছূল! আপনার হাতে যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লাহ্ পাক যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান আছে দেখিতে পান তবে তোমাদের নিকট হইতে (ফিদিয়া স্বরূপ) যাহা কিছু লওয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদিগকে দিয়া দিবেন আর তোমাদিগকে ক্ষমাও করিয়া দিবেন, এবং আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

বদরের যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের শানে এই আয়াত নাজেল হইয়াছিল

৯। আল্লাহ্র হুকুমের তাবেদারী করিলে দৈনন্দিন নেয়ামত বাড়িতেই থাকে— আল্লাহ্ পাক বলেন "তোমরা যদি আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর তবে আমি নেয়ামত বাড়াইয়া দিব।"

১০। সৎ কাজে মাল খরচ করিলে উহা আরও বাড়িয়া যায়। কোরানে পাকে বর্ণিত আছে—

"আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাছেলের জন্য তোমরা যে জাকাত দিয়া থাক আল্লাহ্ তাহাকে বহুগুনে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।"

১১। আল্লাহ্ পাকের হুকুমের তাবেদারী করিলে মনে এক অপূর্ব আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার মোকাবেলায় সারা জমিনের রাজত্বও তুচ্ছ।

এরশাদ হইতেছে—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"মনে রাখিও আল্লাহ্র জিকিরেই একমাত্র মনের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়। আরেফ শীরাজী বলেন—

بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روے
بہ زاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہائے ہوئے۔

"একাগ্রচিত্তে অল্প সময় আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকা সারাদিন রাজমুকুট পরিয়া হাই হুই করার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।"

অন্য এক বুজুর্গ নীমরোজ রাজ্যের রাজা ছঞ্জর শাহের পত্রের উত্তরে লেখেন—

چوں چتر سنجرے رخ بختم سیاہ باد
در دل گر بود ہوس ملک سنجرم
زانگہ کہ یافتم خبر ز ملک نیم شب
من ملک کہ نیم روز بیک جو نمی خرم

আমার চেহারা ছঞ্জরী ছাতার ন্যায় কাল হইয়া যাক যদি আমার অন্তরে ছঞ্জর মুলুকের বিন্দুমাত্রও আকাংখা থাকে। 'যখন হইতে আমি' নীমেশব' অর্থাৎ মধ্য রাত্রির রাজত্বের খবর পাইয়াছি। তখন হইতে নীমেরোজ রাজ্যের রাজত্বকে আমি একটি যবের বিনিময়েও খরিদ করিব না।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, যদি বেহেশ্‌তবাসিগণ আমাদের মত সুখে থাকিয়া থাকে তবে ত বেশ সুখেই রহিয়াছে।

অন্য এক বুজুর্গ বলেন—আফছোছ! দুনিয়াদারগণ ধন-দৌলতের নেশায় কাঙ্গালের মত জীবন-যাপন করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গেল। তাহারা জীবনের প্রকৃত স্বাদ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তৃতীয় এক বুজুর্গ বলেন— রাজা বাদশাগণ আমাদের আনন্দপূর্ণ রাজত্বের সন্ধান পাইলে তাহারা আমাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত।

কোন কোন সময় খাঁটি প্রেমিকগণ বেহেশ্‌তের আনন্দকেও খোদাপ্রেমের আনন্দের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করে। এমন কি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ যদি দোজখের মধ্যেও হয় সেখানে যাইতেও তাহারা প্রস্তুত।

মাহ্‌বুবের নৈকট্য বিহীন বেহেশ্‌ত তাঁহারা চান না। আরেফে রুমী বলেন—

ہرکجا دلبر بود خرم نشیں
فوق گردوں ست نی قعر زمیں
ہرکجا یوسف رخے باشد چوں ماہ
جنت ست آں گرچہ باشد قعر چاہ
باتو دوزخ جنت ست ای جانفزا
بے تو جنت دوزخ ست ای دلربا.

"আমার মাহবুব যেখানে সানন্দে উপবিষ্ট আছেন উহা আকাশের উপরই হউক বা পাতালপুরীতে হউক উহাই আমার নিকট বেহেশ্‌ত।"

"ইউছুফের উজ্জ্বল চেহারা যেখানেই রহিয়াছে কূপের অভ্যন্তরে হইলেও উহাই বেহেশ্‌ত।"

"হে প্রিয় মাহবুব! তোমার মিলনে দোজখও আমার জন্য স্বর্গপুরী, আর তুমি ব্যতীত বেহেশ্‌তের নন্দন কাননও আমার জন্য যন্ত্রনাময় দোজখ।

১২। ইবাদতের সুফল আওলাদ ফরজন্দও ভোগ করিয়া থাকে। কোরান শরীফে বর্ণিত আছে হযরত খিজির ও মুছা (আঃ) এর একত্রে ছফর করার সময় হযরত খিজির (আঃ) যখন কোন এক গ্রামবাসীদের মেহ্‌মানদারী না করা সত্ত্বেও সেখানের একটি ভগ্নপ্রায় দেওয়াল ঠিক করিয়া দিলেন, হযরত মুছা (আঃ) এর নিকট উহার কারণ এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে—

"এই প্রাচীর শহরবাসী দুইটি এতীম বালকের। সেই প্রাচীরের নীচে তাহাদের জন্য রক্ষিত কিছু গুপ্তধন ছিল। আর সেই বালকদ্বয়ের পিতা একজন নেক বখ্‌ত লোক ছিলেন। হে মুছা (আঃ) আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে, ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সম্পদ উঠাইয়া তাহারা ভোগ করিবে। তাই প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে গুপ্তধন প্রকাশ পাইয়া যায় নাকি সেইজন্য আমি প্রাচীরটা মেরামত করিয়া দিলাম। ইহা আপনার প্রতিপালকের তরফ হইতে একটি রহমত স্বরূপ।"

এই কেচ্ছায় পরিস্কার বুঝা গেল যে, ছেলেদের মালের হেফাজত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহাদের পিতা একজন নেককার ছিলেন। ছোব্‌হানাল্লাহ্‌! নেক কাজের তাছীর পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। আজকাল ছেলে মেয়েদের জন্য জায়গা জমি এবং ধন-সম্পদ কত কিছু রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়। অথচ সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পত্তি এই যে, নিজে সৎকাজ করিয়া যাইবে যাহার বরকতে সন্তানগণ যাবতীয় বালা মুছিবত হইতে মুক্ত থাকিবে।

১৩। এবাদতের বরকতে ইহজীবনে ও অনেক সময় গায়েবী সুসংবাদ নছীব হয়। কোরানে মজীদে বর্ণিত আছে–

মনে রাখিবে আল্লাহ্‌র ঐসব অলীদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে কোন প্রকার ভয় এবং চিন্তার কারণ নাই বরং তাহাদের জন্য ইহকালে ও সুসংবাদ আর পরকালেও সুসংবাদ।

হাদীছ শরীফে সুসংবাদের তাফ্‌ছীর এই ভাবে করা হইয়াছে, উহার অর্থ হইল ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যেমন কেহ স্বপ্নে দেখিল যে, সে বেহেশতে চলিয়া গিয়াছে এবং আল্লাহ্‌ পাকের জেয়ারত লাভ হইয়াছে। এইসব ভাল খাবের দ্বারা মনের আনন্দ পাওয়া যায়।

১৪। এবাদতের একটি উপকারিতা এই যে, মৃত্যুকালে ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন। পবিত্র কোরানে আছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا. الاية.

নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক এবং এই কথার উপর দৃঢ়পদ রহিয়াছে। (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশ্‌তাগণ অবতরণ করিয়া সুসুংবাদ দিবেন যে, তোমরা কোন প্রকার ভয় করিও না এবং চিন্তা ও করিও না বরং তোমাদের সহিত ওয়াদাকৃত বেহেশ্‌তের খোশ–খবরী গ্রহণ কর, ইহজীবন ও পরজীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু। বেহেশ্‌তর মধ্যে যাহা কিছুই তোমাদের মন চাহিবে এবং যাহা কিছুর সেখানে তোমরা দাবী জানাইবে, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু খোদার তরফ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ তাহাই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন মোমেন বান্দাদের মওতের সময় ফেরেশ্‌তাগণ এইরূপ বহুবিধ সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন।

১৫। কোন কোন এবাদতের দ্বারা সহজেই মকছূদ হাছেল হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ পাক বলেন—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

তোমরা নামাজ ও ছবরের দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর।

ছালাতুল হাজত

হাদীছে শরীফে এই সাহায্য প্রার্থনার বিশেষ তরীকা বর্ণিত আছে। তিরমিজি শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্‌ এব্‌নে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন—কাহারও কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে চাই উহা আল্লাহ্‌র নিকট হউক বা মানুষের নিকট হউক, সে যেন ভাল রূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা করিয়া নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নের দোয়া পড়ে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

এস্তেখারার নামাজ

১৬। কোন কোন এবাদত এমন আছে যে, যে কোন ব্যাপারে উহা করিলে ভাল হইবে না মন্দ হইবে এই বিষয় যদি ইতস্ততঃ হয় তবে এই এবাদত দ্বারা মন স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই এস্তেখারা বলা হয়। ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হইল খোদাতায়ালা হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বিষয়ে করা বা না করা সম্পর্কে তোমাদের ইতস্ততঃ হইলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ
تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ
لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ
عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ.

দোয়ার ভিতর হা-জাল আম্‌রা বলিবার সময় নিজের মকছুদের কথা মনে মনে বলিবে।

১৭। কোন কোন এবাদতের এমন তা'ছীর রহিয়াছে যে উহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক সমস্ত কাজের জিম্মাদার হইয়া যান। যেমন হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, হে বনি আদম। তুমি দিনের প্রথম দিকে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ আদায় কর তবে সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজের আমি জিম্মাদার হইয়া যাইব।

১৮। কোন কোন এবাদতের দ্বারা মালের মধ্যে বরকত আসিয়া যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বেচাকেনায় সত্য কথা বলে এবং উভয়ে নিজ মালের যথাযথ অবস্থা প্রকাশ করে, তবে তাহাদের মালের মধ্যে বরকত হইয়া থাকে। আর যদি দোষ গোপন রাখে বা মিথ্যা বলে তবে বরকত দূর হইয়া যায়।

১৯। দ্বীনদারীর উছিলায় রাজত্বও স্থায়ী থাকে। বোখারী শরীফে হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হুজুর (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, খেলাফত এবং বাদশাহী কোরেশ বংশের মধ্যেই থাকিবে, যাহারাই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহারাই অপদস্থ হইবে। তবে শর্ত হইল যতদিন কোরেশগণ দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে।

২০। কোন কোন এবাদত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ক্রোধ থামিয়া যায় এবং অপমৃত্যু হয় না। যেমন হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, "ছদ্‌কা আল্লাহ্‌র ক্রোধ নিবারণ করে এবং অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে।"

২১। দোয়ার দ্বারা বালা মছীবত দূর হয়, নেকীর দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। হজরত ছালমান ফারেছী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, দোয়ার দ্বারা তাক্বদীর বদলিয়া যায় এবং নেকীর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়।

২২। ছূরা ইয়াছীন পড়িলে সকল কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে ছূরা ইয়াছীন পড়িবে তাহার ঐ দিনের সমস্ত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

২৩। ছূরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছূরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করিবে সে কখনও ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না।

২৪। ঈমানের বরকতে অল্প খাইলেও তৃপ্তি লাভ হয়। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি খানা অনেক বেশী খাইত কিন্তু ঈমান আনার পর তাহার খানা অনেক কমিয়া গেল। এই ঘটনা হুজুরের দরবারে পেশ করা হইলে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মোমেন এক উদরে খায় আর কাফের সাত উদরে খায়।

২৫। কোন কোন দোয়ার বরকতে রোগ এবং ভয় কিছুই কাছে আসিতে পারে না। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশার্দ করেন, যেই ব্যক্তি কোন পেরেশান হাল অথবা রুগীকে দেখিয়া নীচের দোয়া পড়িবে, তাহার নিকট সেই পেরেশানী অথবা রোগ আসিতে পারে না।

দোয়া এই—

"আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজি আ-ফা-নী মিম্মাব্‌তালাকা বিহী অ-ফাজ্জালানী আলা-কাছীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফ্‌জীলা।"

২৬। কোন কোন দোয়ার বরকতে চিন্তা দূর হয় ও কর্জ পরিশোধ হইয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমি অনেক কর্জে গ্রেপ্তার হইয়া পড়িয়াছি হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, তোমাকে আমি একটা কথা শিখাইতেছি, উহা পাঠ করিতে থাকিলে তোমার যাবতীয় চিন্তা ফিকির ও কর্জ দূর হইয়া যাইবে। লোকটি আনন্দচিত্তে উহা কবুল করিলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, সকাল বিকাল এই দোয়া পড়িবে।

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল হাম্মে অল্ হোজ্‌নে অ-আউজুবিকা মিনাল আজ্‌যে অল্ কাছ্‌লে অ-আউজুবিকা মিনাল বোখ্‌লে অল্ জুবুনে অ-আউজুবিকা মিন্ গালাবাতিত্ দাইনে অ-কাহ্‌রির রেজা-লে।

২৭। কোন কোন দোয়ার বরকতে ছেহের যাদু হইতে নিরাপদে থাকা যায়। হজরত কা'বে আহ্‌বার বলেন, আমি যদি কয়েকটি কালেমা আমল না করিতাম তবে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানাইয়া দিত। সেই কালেমাগুলি হইল এই—

"আউজু বেঅজ্‌হিল্লাহিল আজীমিল্লাজী লাইছা শাইউন আ'জমা মিন্‌হু অ বেকালেমা তিল্লা-হিত্তাম্মাতিল্লাতী লা-ইউজাবেজুহুন্না বাররুন অ-লা-ফা-জেরুন অ-বে আছমাইল্লাহিল হোছ্‌না-মা আলেমতু মিন্‌হা অ-মা-লাম আলাম মিন্ শার্‌রে মা খালাকা অ-যারা-আ।"

কোরান ও হাদীছে এবাদতের এইভাবে বহুবিধ ফায়দা বর্ণিত আছে। আমরা দৈনন্দিন কাজে কর্মে চাক্ষুস দেখিতে পাই যে, যাহারা আল্লাহ্ ওয়ালা তাহাদের জীবন আমীর কবীরের জীবনের চেয়েও সুখী। সামান্য জিনিসেও তাহাদের অধিক বরকত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে একটি নূর বিরাজ করে, উহাই যাবতীয় সুখের উৎস ; আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে তাঁহার এবাদতের ও তাঁহার নৈকট্য এবং রেজামন্দী হাছেলের তওফীক্ব দান করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্পর্ক

জানিয়া রাখিবে ,কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের কাশ্‌ফের দ্বারা জানা যায় যে,এই দুনিয়া ব্যতীত আরও দুইটি আলম রহিয়াছে। একটি আলমে বরজখ অপরটি আলমে আখেরাত। আখেরাত বলিতে আমরা আলমে বরজখ কবর এবং হাশর নশর উভয়কে বুঝিয়া থাকি। মানুষ যখন কোন কাজ করে তখনই উহা আলমে বরজখের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া ফটো আকারে উঠিয়া যায়। মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত কাজের প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং আমল অনুযায়ী সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর হাশর নশরের দিন আমল সমূহ পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক আমলের তিনটি অবস্থা, প্রথম আমল করার সময়, দ্বিতীয় আলমে কবর বা বরজখের অবস্থা, তৃতীয় হাশর নশরের অবস্থা। গ্রামোফোনের বা টেপ রেকর্ডের সহিত তুলনা করিয়া কথাটি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। মানুষ যখন কথা বলে উহার তিনটি অবস্থা হইয়া যায়। প্রথমতঃ উহা মুখ হইতে বাহির হইল। দ্বিতীয়ত ঃ উহা টেপ রেকর্ডে আবদ্ধ হইয়া গেল। তৃতীয়তঃ যখনই কথাটি শুনিতে ইচ্ছা হয় তখন অবিকল সেই কথাটিই প্রকাশ পায়। কথা বলার অবস্থা ইহজীবনে কাজ করার মত, রেকর্ডে আবদ্ধ হওয়া আলমে বরজখের দৃষ্টান্ত আর কথাটি আবার প্রকাশ পাওয়ার অবস্থার দ্বারা হাশর নশরকে বুঝিতে হইবে। গ্রামোফোনের ব্যাপারে যেমন সন্দেহ করিবার উপায় নাই, তেমনি মোমেন ব্যক্তিও ইহাতে সন্দেহ করিতে পারে না যে, কেমন করিয়া কোন আমল করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্য এক আলমে রেকর্ড হইয়া যায় এবং আখেরাতে উহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ?

অতএব দেখা গেল যে, আখেরাতের ব্যাপার সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তের ভিতর। আমরা এক প্রকার কাজ করিব আর জোর করিয়া আমাদের উপর অন্য অবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তা হইতেই পারে না।

কোন কথা রেকর্ড করিবার সময় স্বভাবতই এই কথা থাকে যে, মুখ হইতে যেন কোন খারাপ শব্দ বাহির না হয়, কারণ যাহার সামনে উহা খোলা হইবে তখন ত প্রথমে উচ্চারিত অবিকল শব্দই বাহির হইবে, তখন অস্বীকার করার কোন জো থাকিবে না। ঠিক তদ্রুপ আমল করিবার সময় আমাদের এই বিষয় সাবধান হইতে হইবে যে আমরা যাহা করিয়া থাকি নিশ্চয় উহা কোন এক আলমে একত্রিত হইয়া যায়। আবার অবিকল উহাই হাশরের ময়দানে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা রদবদল করা চলিবে না।

অপর একটা সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে, যেমন একটি বৃক্ষ প্রথমে উহা বীজ থাকে। তারপর উহা জমীন হইতে অঙ্কুরিত হয়। তৃতীয়বার গিয়া উহা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে বুঝে যে, ফলে ফুলে পরিপূর্ণ গাছটি সেই বীজ বপনেরই পরিণাম। এই ভাবে দুনিয়াতে আমল করা বীজ লাগানোর মত, আর আমলের কিছুটা তাছীর প্রকাশ পাওয়া কবরের মধ্যে উহা চারা গাছ অঙ্কুরিত হওয়ার মত, পরকালে আমলের প্রতিফল লাভ করা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের মত। সুতারং কবরে এবং হাশরে কর্মফল ভোগ সম্পূর্ণ আপন এখ্‌তিয়ার ভুক্ত আমলেরই ফলাফল, যেমন যব বপন করিয়া কেহ গমের আশা করিতে পারে না তেমনি বদ আমল করিয়া শুভ পরিণামের আশাও করা যায় না। ইহাকেই বলে আদ্দুনিয়া মজ্‌রাআতুল আখেরাহ অর্থাৎ "দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেতি স্বরূপ।"

জনৈক বুজুর্গ বলেন —

گندم از گندم بروید جو ز جو - از مکافات عمل غافل مشو۔

অর্থাৎ "গম হইতে গম আর যব হইতে যবই উৎপন্ন হয়, কাজেই কর্মফল হইতে তোমরা গাফেল হইও না।"

বন্ধুগণ! যেইভাবে বীজ এবং গাছের মধ্যে বাহ্যিক কোন মিল দেখা যায় না, তদ্রূপ আমল এবং উহার ফলাফলের মধ্যেও বাহ্যিক নজরে তেমন কোন মিল নাই। তবে মনে রাখিবে, বীজের বেলায় যেরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়া হয়, কর্মফলের বেলায়ও যাহারা সেই বিষয় অভিজ্ঞ তাহাদের কথা বিনা তর্কে মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ যেই কাজের যেইভাবে আজাব ও ছওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। চাই উহা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক।

এখন আমরা মৃত্যুর পর কোন কোন আমলের যেসব ফল কবরে ও আখেরাতে দেখা দিবে উহার বর্ণনা করিব। ইহার দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুর পর যেইসব কাণ্ডকারখানা হইবে উহা কোন নুতন ব্যাপার নহে বরং আমাদের কর্মজীবনেরই পরিণাম। আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন —

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۔

"মুখ হইতে যে কোন শব্দ বাহির হওয়া মাত্রই নিকটেই অপেক্ষমান একজন ফেরেশ্তা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। অনন্তর কেহ যদি ক্ষুদ্রতম নেক কাজও করে উহার ফলও সে পাইবে আর যদি ক্ষুদ্রতম পাপ করিল উহার সাজাও ভোগ করিবে।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলিতেছেন —

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا ۔

"সেই ক্বেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃত নেক আমলকে সামনে দেখিতে পাইবে। আর আপন কৃত খারাপ আমলকেও দেখিতে পাইয়া আফছোছ করিবে যে, হায়! যদি তাহার এবং এই খারাপ আমলের মধ্যে আকাশ পাতাল দূরত্ব হইত (তবে অসৎ কাজের কুফল তাহার নিকট আসিতে পারিত না।)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন—

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ۔

"একটি সরিষা পরিমাণ আমল হইলেও আমি উহা পেশ করিব। আর আমি বড় পাকা হিসাব লেনেওয়ালা।" অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

"নাফরমান পাপীগণ সেইদিন বলিবে, হায়! আমাদের আমল নামায় কোন ছোট বা বড় বিষয়ও তো লিখিতে বাদ দেওয়া হয় নাই। তাহারা আপন কৃতকর্ম সমূহকে অবিকল হাজির পাইবে। আপনার প্রতিপালক কাহারও উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করিবেন না।"

অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

"আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসী বান্দাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে দৃঢ় কালেমার উপর মজবুত রাখিবেন।"

আলমে বরজখ বা কবর

মৃত্যুর পর ক্বেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আলমে বরজখ বা কবর বলা হয়। কবরের মধ্যে কোন কোন আমলের 'ছুরতে মেছালী' অর্থাৎ প্রতিকৃতি প্রকাশ পায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) অনেক সময় ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ? কেহ খাব বর্ণনা করিলে হুজুর (ছঃ) উহার তা'বীর বাতলাইয়া দিতেন। এই ভাবে হুজুর (ছঃ) একদিন নিজেই বলিতে লাগিলেন যে, আমি আজ রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে—

দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে চলুন, আমি তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম এক ব্যক্তি শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি তাহার নিকট একটি পাথর নিয়া দাঁড়াইয়া আছে ও সজোরে উহা তাহার মাথার উপর মারিতেছে যদ্দ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দাঁড়ান লোকটি পাথর কুড়াইয়া আনিতে আনিতে শায়িত ব্যক্তির মাথা ঠিক হইয়া যাইতেছে। পুনরায় তাহাকে পাথর মারা হয়। এই কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুইটি লোক কাহারা? সঙ্গিগণ বলিল সামনে চলুন, আমি তাহাদের সহিত সামনে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম এক ব্যক্তি চিৎ হইয়া শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি লোহার জাম্বুরা দ্বারা তাহার মাথার একদিক চক্ষু, কর্ণ ও মুখসহ চিরিয়া ফেলিতেছে। পুনরায় অন্য দিকেও ঐ ভাবে চিরিতেছে। ইত্যবসরে প্রথম দিক জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। আমি অবাক হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? তাহারা বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া একটি তন্দুরের নিকট পৌছিলাম। উহার ভিতর খুব শোরগোল হইতেছিল, আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলাম যে, উহার ভিতর অনেকগুলি উলঙ্গ পুরুষ ও নারী রহিয়াছে

এবং তাহাদের নীচের দিক হইতে প্রবল অগ্নিশিখা আসিয়া লোকদিগকে তন্দুরের মুখের নিকট নিয়া আসে ও পুনরায় তাহারা নীচে চলিয়া যায়। আমি অত্যন্ত হতবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই এইসব লোক কাহারা? সঙ্গীদ্বয় বলিল সামনে চলুন। আমি আবার তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়া একটি রক্তের নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম একটি লোক সেই রক্তের নদীর মধ্যে সাঁতার কাটিতেছে। অপর একজন লোক তীরে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর লোকটি সাঁতার কাটিয়া তীরের নিকটবর্তী হইলে উপরের লোকটি তাহার মুখে সজোরে একটি পাথর মারিতেছে ফলে আঘাত খাইয়া লোকটি নদীর মধ্য ভাগে চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবে সাঁতার কাটা ও পাথর মারার পালা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই লোক দুইটি কাহারা? সঙ্গীদ্বয় বলিল, চলুন চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হইয়া একটি ভীষণ কুৎসিৎ লোক দেখিতে পাইলাম যে, সে আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে চক্কর দিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম লোকটি কে? সাথীরা বলিল, চলুন চলুন।

কিছুক্ষণ পর আমরা একটা ঘনছায়া ঘেরা বাগানে পৌছিলাম। বাগানের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় লোককে দেখিতে পাইলাম যাহার চারিপাশে অনেকগুলি শিশু একত্রিত ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বাগানটি কিসের এবং ইহারা বা কে? তাহারা বলিল চলুন চলুন। আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি এক অপূর্ব সুন্দর বিরাট বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি এরূপ সুন্দর বৃক্ষ আর দেখি নাই। সঙ্গীদ্বয় বলিল, এই বৃক্ষের উপর আরোহণ করুন। আমরা বৃক্ষের উপর উঠিয়া একটি অতি মনোরম শহর দেখিতে পাইলাম। যাহার এক একটি দালান-কোঠার একটি ইট স্বর্ণের আর একটি ইট রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা শহরটির দরজায় পৌছা মাত্রই উহা খুলিয়া দেওয়া হইল।

শহরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম কিছুসংখ্যক লোকের অর্ধাংশ অত্যন্ত খুবছুরত আর বাকী অংশ নিতান্ত বদছুরত। নিকটেই একটি দুধের মত প্রশস্ত নহর ছিল। আমার সঙ্গীদ্বয় সেই লোকদিগকে বলিল নহরটিতে পতিত হও। আদেশ পাওয়া মাত্র লোকগুলি নহরে ডুব দিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শরীরের কুৎসিৎ অংশও সুশ্রী হইয়া গেল। তারপর সাথীদ্বয় আমাকে বলিল ইহার নাম জান্নাতে আদ্‌ন। ঐ দেখুন উপরে আপনার বাসস্থান। আমি উপরে তাকাইয়া দেখিলাম একটি অতি সুন্দর মহল যাহা সাদা মেঘের মত চম্‌কিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। আমাকে ঐ মহলে যাইতে দাও, তাহারা বলিল এখনও আপনার সেখানে যাওয়ার সময় আসে না। আমি বলিলাম, আজ রাত্রে তোমরা আমাকে অনেক আশ্চার্য জিনিস দেখাইলে; ঐসবের রহস্য কি বলিয়া দাও। তাহারা বলিল এখন বলিতেছি শুনুন—

পাথর দ্বারা যে লোকটির মাথা চূর্ণ করা হইতেছিল সে একজন কোরানের শিক্ষিত আলেম, কিন্তু সে ফরজ নামাজ ত্যাগ করিয়া গাফেল হইয়া শুইয়া থাকিত।

লৌহের অস্ত্র দ্বারা যে লোকটির মাথামুণ্ড চিরিয়া ফেলা হইতেছিল সেই লোকটি সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিথ্যা খবর রটাইত। আর যে স্ত্রী-পুরুষগুলিকে দেখিলেন তাহারা জিনাকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আর যে ব্যক্তি নহরে সাঁতারাইতেছিল ও তাহার মস্তকে পাথর মারা হইতেছিল সেই লোকটি সুদখোর ছিল। আর যে লোকটি আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে চক্কর দিতেছিল তিনি হইলেন দোজখের মালেক আর বাগানে উপবিষ্ট দীর্ঘকায় লোকটি হইলেন হজরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁহার আশে পাশের বাচ্চাগুলি হইল শিশুকালে মৃত বাচ্চাসমূহ। কোন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! তাহারা

কি মোশরেকীনদের বাচ্চাও ছিল? হুজুর (ছঃ) বলিলেন হ্যাঁ মোশরেকীনদের ছেলে-মেয়েও ছিল। আর যাহাদের কিছু অংশ সুশ্রী ও কিছু অংশ কুৎসিত ছিল তাহারা নেকও করিয়াছে বদও করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা আমলের তাছীর পরিষ্কার হইয়া গেল, যদিও আমল এবং সাজার মধ্যে সম্পর্ক খুব অস্পষ্ট। যেমন মিথ্যা বলা এবং মাথা চিরিয়া ফেলার মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐরূপ জিনার মধ্যে সমস্ত শরীরেই খাহেসের আগুন জ্বলিয়া উঠে; কাজেই আখেরাতে আগুন দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আবার জিনার সময় উলঙ্গ হওয়া এবং উলঙ্গ অবস্থায় জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এইভাবে সমস্ত আমলকেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

২। যেই মালের জাকাত দেওয়া হইবে না উহা সর্প আকারে তাহার গলার বেড়িতে পরিণত হইবে। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহারা মালের জাকাত আদায় করে না তাহাদের গলায় ক্বেয়ামতের দিন সাপ জড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহার সমর্থনে হুজুর এই আয়াত পেশ করেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ ۔ الاية۔

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মালের মধ্যে বখিলী করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল বলিয়া কখনও মনে করিওনা। বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই অমঙ্গলের কারণ, কেননা অতি শীঘ্র ক্বেয়ামতের দিন যেই মালে তাহারা বখিলী করিত উহা তাহাদের গলার বেড়ীতে পরিণত হইবে।

৩। বিশ্বাসঘাতকতা পতাকার ছুরত ধারণ করিয়া ক্বেয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি

প্রিয় নবীজীকে বলিতে শুনিয়াছি, যে কাহাকেও আশ্রয় দিয়া হত্যা করিল ক্বেয়ামতের দিবস তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা দেওয়া হইবে। অন্য হাদী আছে উহা তাহার পিঠে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলা হইবে যে, ইহা অমুক ব্যক্তি সহিত বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

৪। চুরি এবং খেয়ানতের বস্তু দ্বারা ক্বেয়ামতের দিন আজাব দেওয়া হইবে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে এক গোলাম হাদীয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছিল। গোলামটির নাম ছিল মেদগাম। হুজুরের কি একটা কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হই গোলামটি মারা গেল। লোকজন বলিতে লাগিল তাহার জন্য বেহেশ্‌ত মোবা হউক। ইহা শুনিয়া হুজুর (ছঃ) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কছম খয়বরের যুদ্ধে গোলামটি গনিমতের মাল হইতে যে চাদরটি চুরি করিয়াছিল আমি দেখিতে উহা তাহার উপর আগুন হইয়া জ্বলিতেছে। এই ঘটনা শুনিয়া জনৈক ব্য দুইটা জুতার ফিতা হুজুরের দরবারে আনিয়া হাজির করিল। (যাহা গণিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই নিজের জন্য লইয়াছিল) হুজুর (ছঃ) এর করেন, এখন কি লাভ হইবে ইহাত আগুনের ফিতা।

৫। গীবত করা মরা মানুষের গোশ্‌ত খাওয়ার সমতুল্য। আল্লাহ্‌ বলেন—

لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কাহারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি আপন মরা ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করে? নিশ্চয় না। এই স্বপ্নে মরা মানুষের গোশ্‌ত খাইতে দেখিলে মনে করিতে হইবে যে কা গীবত করা হইয়াছে।

৬। বুজুর্গানে দ্বীন বলেন, প্রত্যেক কু-অভ্যাসের সঙ্গে যে কোন একটি ইতর প্রাণীর মিল রহিয়াছে। আলমে মেছালে তাহার আকৃতি সেই জীবের মত হইয়া যাইবে। আগের জমানার উম্মতগণ দুনিয়াতেও সেই জানোয়ারের মত ছুরতে বদ্‌লিয়া যাইত। আমাদের প্রিয় নবীজীর সম্মানার্থে তাঁহার উম্মতকে এই অপমান হইতে হেফাজত করিয়াছেন। কিন্তু পরকালে বদ খাছ্‌লতের দরুণ জানোয়ারের ছুরতে পরিণত হইবে। দুনিয়াতেও অনেক বুজুর্গ কাশ্‌ফের দ্বারা তাহা দেখিতে পান।

হজরত ছুফিয়ান এব্‌নে উয়াইনা (রাঃ) নিম্ন লিখিত আয়াতের তাফ্‌ছীর এইভাবে করিয়াছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ— "যত প্রকার জানোয়ার জমীনের মধ্যে বিচরণ করে আর যত প্রকার পাখী পাখায় ভর করিয়া উড়ে ঐসব তোমাদেরই মত।"

ছুফিয়ান (রাঃ) বলেন, কোন কোন লোক হিংস্র জন্তু স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কুকুর, কেহ শুকর আবার কেহ শকুনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কেহ সাজিয়া গুজিয়া ময়ূরের মত চলে। কেহ গাধার মত নির্বোধ হয়, কেহ মুরগীর মত স্বার্থপর হয়, কেহ উটের মত হিংসুক হয়, আবার কেহ মাছির মত স্বভাব ও কেহ শিয়ালের স্বভাব পায়।

ইমাম ছা'লাবী (রঃ) فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا এই আয়াতের তাফছীরে বলিয়াছেন যে, ক্বেয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন ছুরতে একত্রিত হইবে অর্থাৎ যাহার মধ্যে যেই জানোয়ারের স্বভাব গালেব সে তাহার ছুরতে দলে দলে হাজির হইবে।

৭। মালওলানা রুমীর ভাষায় পরকালে কোন কোন আমলের ছুরতে মেছালিয়া এইরূপ হইবে। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি বয়াতের বাংলা অনুবাদ নমুনা স্বরূপ পেশ করা যাইতেছে।

"যখন কোন লোক ছেজ্দা বা রুকু আদায় করে তখন উহা আলমে আখেরাতে গিয়া বেহেশ্তের নমুনা ধারণ করে।"

"যখন তোমার জবান হইতে আল্লাহ্র প্রশংসা বাহির হয় তখনই উহা বেহেশ্তের পাখী বনিয়া যায়।"

"তোমার হাত দ্বারা যখনই কোন জাকাত বা ছদ্কা দেওয়া হয় তখনই উহা বেহেশ্তের মধ্যে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়।"

"তোমার দানের পানি বেহেশ্তে পানির নহর হইবে। আর মানুষের প্রতি ভালবাসা দুধের নহরে পরিণত হইবে।"

"এবাদত ও জিকিরের লজ্জত মধুর নহরে পরিণত হইবে আর আল্লাহ্ প্রেমে পাগল হওয়ার লজ্জত শরাবের নহরে পরিণত হইবে।"

"তুমি যেই সব কটু কথা ও কর্কশ বাক্য লোকের সহিত ব্যবহার কর উহা পরকালে সাপ ও বিচ্ছু হইয়া তোমাকে দংশন করিবে।"

"মাওলানা রুমী (রাঃ) এইভাবে পরকালের জন্য প্রতিটি নেক আমল ও বদ আমলের জন্য এক একটি ছবি অঙ্কন করিয়াছেন।"

"উল্লেখিত হাদীছে কোরান ও বুজুর্গানের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হইল যে আমাদের যাবতীয় নেক ও বদ আমল অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া ক্বেয়ামতের দিন আজাব ও ছওয়াব হিসাবে আসল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন—

"যে সামান্যতম নেক কাজও করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে আর যে সামান্যতম বদ আমলও করিবে উহাও সে দেখিতে পাইবে।"

আমাদের উল্লেখিত বর্ণনাবলী কখনও তাক্বদীরের পরিপন্থী নহে। কারণ তাক্বদীরের ব্যাপারে এই কথা কখনও বলা হয় নাই যে তদ্বীর

উপায় উপকরণ ছাড়া একটা কিছু ঘটিয়া যাইবে। বেহেশ্ত ও দোজখে যাওয়ার উপকরণ হইল নেক আমল ও বদ আমল। ছাহাবাগণ হুজুর (ছঃ) কে আমলের উপকারিতা জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলেন—

"তোমরা আমল করিতে থাক, কেননা যাহাকে যাহার জন্য পয়দা করা হইয়াছে তাহার জন্য সেই কাজ আছান হইয়া যায়।

কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

"যাহারা দান করিবে এবং পরহেজগারী করিবে এবং পবিত্র কালেমা স্বীকার করিবে, আমি তাহার জন্য শান্তিময় স্থানকে আরাম ও সহজ করিয়া দিব। আর যাহারা কৃপণতা করিবে ও বেপরওয়া ভাবে চলিবে এবং পবিত্র কালামকে অস্বীকার করিবে, আমি তাহাদের জন্য কঠিন স্থানের ব্যবস্থা করিব।"

"আল্লাহ্ পাক ক্বেয়ামতের দিন বলিবেন—

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

অর্থাৎ "আজ তোমার পর্দা উঠাইয়া দিয়াছি, কাজেই সতেজ চক্ষু দ্বারা আজ তুমি সব কিছু দেখিতেছ যে, কি কর্মের কি ফল।"

হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে সুবুদ্ধি দান করুন। কোন গোনাহের কাজ সম্মুখে আসিলে আমাদের অন্তরে যেন উহার আজাবের ভয় মনে জাগ্রত হইয়া আমরা উহা হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারি, সেই তওফীক্ব দান করুন। আমিন।

চতুর্থ অধ্যায়

এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত

এই অধ্যায়ে কয়েকটি এবাদতের বাস্তব দৃষ্টান্ত দলীল সহকারে লিখিত হইতেছে।

১। হজরত এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন— মে'রাজের রাত্রে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সহিত আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, হে মোহাম্মদ (ছঃ)! আপনার উম্মতগণকে আমার সালাম বলিবেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন যে, বেহেশ্‌তের মাটি বড় উর্বর ও উহার পানি অতি মিষ্টি। প্রকৃতপক্ষে উহা একটি খালি ময়দান তবে উহার বৃক্ষ হইল—

ছোব্‌হানাল্লাহ্‌, অল্‌হামদু লিল্লাহ্‌, অলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। (তিরমিজী)

২। ছুরায়ে বাক্বারা ও ছুরায়ে আল এমরানের ছুরতে মেছালী হইল মেঘমালা অথবা পাখীর ঝাঁকের ছায়ার মত। হজরত নাওয়াছ এব্‌নে ছামআন (রাঃ) বলেন, আমি নবীয়ে করীম (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি ক্বেয়ামতের দিন কোরান শরীফ এবং উহার উপর আমলকারীদিগকে আনয়ন করা হইবে। ছুরায়ে বাক্বারা ও আলে এমরান দুই মেঘ খণ্ডের মত আগে আগে থাকিবে। মধ্য ভাগে একটি জ্যোতিঃ থাকিবে (অভিজ্ঞ আলেমদের মতে উহা বিছ্‌মিল্লার জ্যোতিঃ হইবে) অথবা দুই ছুরা দুই ঝাঁক পাখীর মত হইবে। দুইটি ছুরা তাহাদের পাঠকদের জন্য জোরদার সুপারিশ করিবে। (মুছলিম)

৩। ছুরায়ে এখ্‌লাছের আকৃতি বালাখানার মত হইবে, ছায়ীদ বিন মোছাইয়্যেব (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি

[দশ]বার ছুরায়ে এখ্‌লাছ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি বালাখানা [তৈ]য়ার হইবে আর যে বিশবার পড়িবে তাহার জন্য দুইটি ও যে ত্রিশবার পড়িবে [তা]হার জন্য তিনটি বালাখানা তৈয়ার হইবে। হজরত ওমর (রাঃ) ইহা শ্রবণ [ক]রিয়া বলিয়া উঠিলেন, কছম খোদার! তবেতো আমরা বেহেশ্‌তে অনেকগুলি [বা]লাখানা তৈয়ার করিয়া লইব। হুজুর (ছঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ পাকের দান তার [চে]য়ে বেশী হইতে পারে।

৪। জারী আমল বা ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব প্রবাহিত নহরের মত। [উম্মু]ল আলা (রাঃ) বলেন, আমি খাবের মধ্যে ওসমান এব্‌নে মাজউন (রাঃ) এর [জ]ন্য একটা প্রবাহিত নহর দেখিতে পাই। এই খাব হুজুরের খেদমতে বর্ণনা [ক]রিলে তিনি বলেন, উহা তাহার ছদকায়ে জারিয়ার নহর।

৫। পরহেজগারীর আকৃতি উত্তম পোশাকের মত। আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) [হই]তে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, জামা [প]রিধান করিয়া লোকজন আমার সম্মুখে পেশ হইতেছে। কাহারও জামা বুক [পর্য]ন্ত ছিল আর কাহারও উহার নীচ পর্যন্ত তবে হজরত ওমরকে দেখিতে পাই, তাহার জামা এত লম্বা ছিল যে, উহা মাটির সহিত লাগিয়া যাইতেছে। [ছা]হাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইহার অর্থ কি? হুজুর (ছঃ) [ব]লিলেন, উহা তাহাদের দ্বীনদারীর প্রতিকৃতি স্বরূপ।

৬। এলেমের ছুরতে মেছালী হইল দুধের মত। এব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে [বর্ণি]ত, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, আমি খাবে দুধ পান করিতে দেখি, এমনকি [উহা]র তা'ছীর নখের ভিতর পর্যন্ত প্রকাশ পায়, অতঃপর যাহা বাকী ছিল [হ]জরত ওমরকে দিয়াছিলাম। লোকজন আরজ করিল, হুজুর! উহার তা'বীর [কি]? তিনি বলিলেন "এলেম দ্বীন"।

৭। নামাজের আকৃতি নূরের মত। আবদুল্লাহ্ এব্নে আমর (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর (ছঃ) নামাজের উল্লেখ করিয়া এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করিবে উহা ক্বেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর দলীল এবং নাজাতের কারণ হইবে।

৮। ধর্মের সোজা পথে চলার আকৃতি পুলছেরাতের মত হইবে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) "হল্লে মাছায়েলে গামেজা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পুলছেরাতের উপর ঈমান আনা প্রত্যেকের উপর জরুরী। লোকে যে বলে পুলছেরাত চুলের মত চিকন, প্রকৃত পক্ষে পুলছেরাতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অন্যায় হইবে। কারণ উহা চুল হইতেও বারিক বরং চুল ও পুলছেরাতের মধ্যে বারিক হিসাবে কোন তুলনাই হইতে পারে না। রৌদ্র এবং ছায়ার মাঝখানে জ্যামিতিক রেখা রহিয়াছে যাহাকে ছায়াও বলা চলে না, রৌদ্রও বলা চলে না, পুলছেরাত ঠিক উহার অনুরূপ নেকী ও বদীর মধ্যবর্তী সীমা রেখাও তদ্রুপ, উহাকেই ছেরাতে মোস্তাকীম বলা হয়। যেমন অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতার মধ্যবর্তী সীমা রেখার নাম ছাখাওয়াত, সীমাহীন সাহসিকতা ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী গুণের নাম বাহাদুরী। এইভাবে প্রত্যেক কাজের মধ্যাবস্থা অবলম্বনের নাম ছেরাতে মোস্তাকীম। আর উহাই প্রশংসনীয়। সামান্যতম এদিক ওদিক হইলে আর মধ্যবর্তিতা রহিল না। যাহারা দুনিয়াতে এই ছেরাতে মোস্তাকিমে থাকার অভ্যস্থ ছিল তাহারা ক্বেয়ামতের দিন পুলছেরাতের উপর দিয়া বরাবর চলিয়া যাইবে। কাজেই বুঝা গেল যে, পুলছেরাত পার হওয়াও আমাদের আমলের উপরই নির্ভর করে।

এইসব দলিল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আখেরাতের কারখানা কোন এলোপাথাড়ী বস্তু নহে যে যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইল আর যাহাকে ইচ্ছা সোজা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইয়া

দেওয়া হইল। হ্যাঁ আল্লাহ্ পাকের সবকিছু কুদরত আছে বটে কিন্তু তাঁহার অভ্যাস ও ওয়াদা হইল, যেইরূপ করিবে সেইরূপ পাইবে। এইজন্যই ফরমাইয়াছেন—

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

"অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারও উপর জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারাই আপন নফ্ছের উপর জুলুম করিয়াছিল।"

আরও ফরমাইতেছেন—

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ.

"স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়াও এবং এমন বেহেশ্‌তের দিকে যাহার পরিধি হইল আছমান ও জমীনের সমান।"

যদি বেহেশ্‌তে প্রবেশ আমাদের এখতিয়ারে না থাকিত তবে উহার দিকে দৌড়াইবার হুকুম কেন দেওয়া হইল? ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আমাদের এখ্‌তিয়ারভুক্ত। এই জন্যই যে সমস্ত আমলের দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ করা যায় আয়াতের শেষাংশে ঐগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল এইঃ

"বেহেশ্‌ত তৈয়ার করা হইয়াছে ঐসব পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য যাহারা সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় দান-খয়রাত করে এবং রাগের সময় সংযম এখ্‌তিয়ার করে ও অপরাধীকে মাফ করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ পাক এইরূপ নেককারদিগকে ভালবাসেন এবং বেহেশ্‌ত তৈয়ার করিয়াছেন ঐসব লোকের জন্য যাহারা ঘটনাচক্রে লজ্জাকর গোনাহের কাজ করিয়া ফেলিলে অথবা আপন নফ্ছের উপর জুলুম করিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ও কৃত গোনাহের

জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে-ই বা গোনাহ্ মাফ করিতে পারেন? তাহারা যে গোনাহ্ করিয়াছে জানিয়া শুনিয়া তাহারা উহার উপর হটকারিতা করিয়াও বসিয়া থাকে না।"

তারপর আল্লাহ্তায়ালা আরও ফরমাইয়াছেন—

"ঐসব লোকের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে ক্ষমা ও এমন বেহেশ্ত যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে। আমলওয়ালাদের পুরস্কার কতইনা উত্তম।"

দুনিয়ার রীতি হইল প্রিয় জিনিসের আছবাবও প্রিয়। যেমন বোঝা বহনকারী কুলি জানে যে, বোঝা উঠাইলে সে পয়সা পাইবে তাই তাহারা আপোসে বোঝা নিয়া কাড়াকাড়ি করে এবং বোঝার দরুণ কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উহাতে একপ্রকার স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করে। সুতরাং বেহেশ্ত লাভ ও আল্লাহ্র দীদার হাছেল হওয়া মাহ্বুব এবং পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও উহার জন্য নেক কাজ করা আমাদের নিকট কেন প্রিয় হইবে না? হাদীছে বর্ণিত আছে—

বেহেশ্তের মত মহৎ জিনিসের প্রার্থী হইয়াও গাফ্লতের ঘুমে বিভোর থাকা এমন আশ্চর্য জিনিস দেখি নাই।"

আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ. الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوْا رَبِّهِمْ-

"এবং নিশ্চয় নামাজ অতি কঠিন বস্তু, কিন্তু যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে ও এই কথা মনে করে যে তাহারা আপন প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের নিকট উহা মোটেই কঠিন বস্তু নহে।"

হাদীছ শরীফে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন—

"নামাজের মধ্যে আমার চক্ষুর তৃপ্তি নিহিত রহিয়াছে।"

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, যাবতীয় আজাব ও ছওয়াব আমাদেরই হাতে। যে ব্যক্তি বেহেশ্তের মধ্যে বেশী বেশী করিয়া বৃক্ষ লাভ করিতে চায় সে যেন ছোব্হানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অলা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অধিক পরিমাণে পড়ে। আর যে ক্বেয়ামতের প্রখর রৌদ্রে সুশীতল ছায়া লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন ছুরা বাক্বারা ও ছুরা আল এমরান পড়িতে থাকে এবং যে জান্নাতের মধ্যে ঝরণা লাভের প্রত্যাশা করে সে যেন ছদকায়ে জারিয়া করিয়া যায়। বেহেশ্তের মধ্যে বেশী বেশী পোশাক পাইতে হইলে পরহেজগারী এখ্তিয়ার করিবে। দুধের নহর বা হাওজে কাওছারের আশা করিলে এল্মে দ্বীন হাছেল করিবে। পুলছেরাত বিজ্লরি মত পার হইতে চাহিলে, শরীয়তের উপর মজবুত থাকিবে। পুলছেরাতে নূরের আকাংখা করিলে, নামাজের এহ্তেমাম করিবে। বেহেশ্তে অধিক মহল পাইতে হইলে, কুলহুওয়াল্লাহ শরীফ বেশী বেশী পড়িবে। এইভাবে যেই নেয়ামতই পাইতে ইচ্ছা হয় উহার আছবাব এখ্তিয়ার করিলে তাহা মিলিয়া যাইবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَلَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ-

পরিশিষ্ট

কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা

সাধারণতঃ যে কোন সৎ কাজই উপকারী এবং যে কোন বদ কাজই অপকারী। তবে কিছু সংখ্যক আমল নেক হউক বা বদ হউক অন্যান্য নেক ও বদ আমলের মূল উৎস স্বরূপ। ঐগুলির এহ্‌তেমাম করিলে যাবতীয় বিষয় সহজে এছ্‌লাহ্ হইয়া যায়।

কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল

১। এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ঃ ইহা শিক্ষা করার দুইটি তরীকা আছে। কিতাব পড়িয়া ও ওলামাদের সংসর্গে থাকিয়া। বরং কিতাব পড়ার পরেও কামেল আলেমদের ছোহ্‌বতে থাকা জরুরী। তবে যে কোন আলেমের নয় বরং যাহারা এলেমের উপর নিজে আমল করেন, শরীয়ত এবং মারেফত দুই দিকেই রক্ষা করিয়া চলেন। ছুন্নতের তাবেদারী করেন, মধ্যমপন্থী হন, উগ্রপন্থী বা নরম পন্থী না হন, মাখলুকের উপর দায়বান হন, গোড়ামী বা শত্রুতা না রাখেন এমন সব ওলামাদের ছোহ্‌বত হাছেল করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ তালাশ করিলে এই জমানায় এইরূপ ওলামায়ে কেরাম পাওয়া যায়। কেননা হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন—

আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক চিরকালই হক্বের উপর মজবুত থাকিবে। কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

(এখানে আসিয়া হজরত থানবী (রঃ) সেই জমানর কয়েকজন বুজুর্গানে দ্বীনের নাম পেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মোরশেদে কামেল হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব, মজরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গুহী (রঃ), হজরত জনাব আবুল হাছান ছাহারান পুরী ছাহেব, হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী

ছাহেব প্রমুখ বুজুর্গের নাম তিনি উল্লেখ করেন। তবে আফ্‌ছোছ এসব বুজুর্গানের মধ্যে বর্তমানে একজনও জীবিত নাই। হ্যাঁ তাঁহাদের সুযোগ্য খলীফাগণ অনেকেই এখনও জীবিত থাকিয়া উম্মতের জাহেরী ও বাতেনী এছ্‌লাহ্ করিতেছেন)।

২। নামাজঃ যে কোন প্রকারেই হউক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দীর সহিত আদায় করিবে এবং যথাসম্ভব জমাতের সহিত পড়িবার চেষ্টা করিবে। নামাজের দ্বারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক পয়দা হয় যাহার বরকতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় হালত দুরস্ত হইয়া যায়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন—

"নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।"

৩। যথাসম্ভব কম কথা বলিবে ও লোকের সহিত মেলামেশা কম করিবে। যাহা কিছু বলিবে চিন্তা ফিকির করিয়া বলিবে। ইহা এমন একটি হাতিয়ার যদ্দ্বারা মানুষ অনেক বিপদ হইতে বাঁচিয়া যায়।

৪। মোরাক্বাবা ও মোহাছাবা ঃ অধিকাংশ সময় মনের মধ্যে এই ধ্যান রাখিবে যে, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে আছি। তিনি আমার যাবতীয় কাজ কর্ম ও অবস্থান দেখিতেছেন। ইহার নামই "মোরাক্বাবা।"

মোহাছাবা অর্থ দিবা রাত্রির মধ্যে যে কোন এক সময় নির্জনে বসিয়া এইরূপ খেয়াল করিবে যে, আজ সারাদিন আমি কি কি কাজ করিয়াছি, এখনই আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব নিকাশ হইতেছে, আর আমি উহার উত্তর দিতে অক্ষম।

৫। তওবা ও এস্তেগ্‌ফার ঃ যখনই কোন গোনাহের কাজ হইয়া যায় তখনই অপেক্ষা না করিয়া নির্জনে ছেজ্‌দায় পড়িয়া কাতর স্বরে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কান্না আসিলে কাঁদিবে। তা না হয় কান্নার ভান করিবে।

এই পাঁচটি জিনিস যথা— এলেম ও ছোহবতে ওলামা, নামাজে পাঞ্জেগানা, কম কথা বলা, ও কম মেলামেশা করা, মোরাক্বাবা ও মোহাছাবা এবং তওবা ওএস্তেগ্‌ফার এই পাঁচ ফর্মূলার উপর আমল করিতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ যাবতীয় এবাদতের দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে।

কয়েকটি গুরুতর বদ আমল

১। গীবত বা পরনিন্দা ঃ গীবতের দরুণ দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক খারাবী সৃষ্টি হয়। কিন্তু আজকাল বহু লোক ইহাতে গ্রেপ্তার রহিয়াছে। গীবত হইতে বাঁচিবার সহজ উপায় এই যে, বিনা কারণে কাহারও আলোচনাই করিবে না বা শুনিবে না। ভাল বিষয়ও বৃথা আলোচনা করা ঠিক নহে। নিজের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি সময়ের মর্যাদা বুঝে তাহার অন্যের সমালোচনা করার সময় কোথায়?

২। জুলুম করা ঃ জান মাল ও জবান দ্বারা কাহারও হক নষ্ট করা বা ইজ্জত নষ্ট করা বা যে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কাজ।

৩। নিজকে বড় মনে করা ঃ অন্যকে ছোট মনে করা, জুলুম ও গীবত হিংসা ও হাছাদ ইত্যাদি কু-অভ্যাস উহা দ্বারা পয়দা হয়।

৪। ক্রোধ ঃ রাগের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই সময় কোন কাজ করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয়। অবশ্য সেই অনুতাপে কোন লাভও হয় না। কোন কোন সময় সারা জীবন উক্ত দুঃখে গ্রেপ্তার থাকিতে হয়।

৫। কু-দৃষ্টি ঃ গায়র-মহরম পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত যে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা, তাহার সহিত কথা বলা, দেখা দেওয়া, খোশ আলাপ করা বা তাহার পছন্দসই আপন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা অথবা তাহার মনতুষ্টির জন্য নরম কথা বলা ইহার সব কিছুই অনেক অঘটনের মূল। আমি সত্য কথা বলিতেছি ইহা দ্বারা যে সব খারাবী পয়দা হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

৬। হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ঃ ইহা দ্বারা অন্তরে যাবতীয় অন্ধকার ও কালিমার সৃষ্টি হয়। কেননা, হারাম বস্তু খাদ্যে পরিণত হইয়া সমস্ত শরীর ছড়াইয়া যায় সুতরাং যেমন খাদ্য তেমন তা'ছীর সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ হইতে ফুটিয়া উঠে।

এই ছয়টি গোনাহ্ ছাড়িতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ অন্যান্য গোনাহ্ পরিত্যাগ করা সহজ হইয়া যাইবে। হে খোদা! আমাদিগকে তওফীক্ব দান করুন।

কয়েকটি সন্দেহজনক প্রশ্নের উত্তর ঃ সন্দেহ দুই প্রকার এক প্রকার সন্দেহের দরুণ মানুষ কাফের হইয়া যায়। যেমন কেহ বলিল, দুনিয়া নগদ, আখেরাত বাকী। কাজেই বাকী হইতে নগদ ভাল। অথবা কেহ বলিল, দুনিয়ার লজ্জত নগদ সত্য আর আখেরাতের লজ্জত সন্দেহজনক। এইসব সন্দেহের দরুণ মানুষ কাফের হইয়া যায়। কাজেই কাফেরদের সন্দেহের উত্তর আমি দিতেছিনা।

১। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালা বড় গাফুরুর রাহিম। তাঁহার শান অনুসারে আমার গোনাহ্ মাফ করিয়াই দিবেন।

উত্তর ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক গাফুরুর রাহীম কিন্তু তিনি কাহ্‌হার এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটে সুতরাং তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে তোমার ভাগে শুধু রহমতই পড়িবে। সম্ভবতঃ গজব এবং প্রতিশোধও ত হইতে পারে। তদুপরি আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, গাফুরুর রাহীম ঐ ব্যক্তির জন্য যে পিছনের গোনাহের জন্য তওবা করিয়া ভবিষ্যতে সৎপথে চলে। যেমন এরশাদ হইতেছে—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

অর্থাৎ "আপনার প্রতিপালক ঐসব লোকের জন্য গাফুরুর রাহীম যাহারা মূর্খতা বশতঃ পাপ করিয়াছে ও পরে তওবা করিয়া আপন আমলের এছ্লাহ্ করিয়া লইয়াছে।"

অতএব বুঝা গেল যে, খোদা তায়ালার ক্ষমা ও রহমত পাইতে হইলে তওবা করিয়া সৎপথে চলিতে হইবে।

২। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ বলে, মিয়া! এত তাড়াতাড়ি কেন! এখনও তওবা করিবার যথেষ্ট সময় রহিয়াছে।

উত্তর ঃ তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে যে, এখনও অনেক সময় আছে? সম্ভবতঃ রাত্রে শোয়া অবস্থাতেই জীবন লীলা সাঙ্গ হইয়া যাইবে। অথবা যদি কয়েকদিন বাঁচিয়াও থাক হয়ত আজ কাল করিয়া তওবার সুযোগই পাইবে না।

তদুপরি মনে রাখিবে গোনাহ্ যত বাড়িবে দিল তত কালো হইতে থাকিবে, এইভাবে একদিন তওবার তওফীক্ব হারাইয়াই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

৩। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ বলে মিয়া! গোনাহ্ ত করিব অতঃপর তওবা করিয়া মাফ করাইয়া লইব।

উত্তর ঃ লোকটিকে এই কথা বলিতেছি যে, খানিকটা আপনার একটি আঙ্গুল আগুনের মধ্যে ধরিয়া রাখুন, অবশ্য আমি তারপর ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিব। ইহাতে আপনি কি রাজী হইবেন? কখনই না, তবে গোনাহের উপর এত সাহস কেন? লোকটি কি করিয়া জানিল যে, সে তওবা করিতে পারিবে আর যদি তওবা করিলই সত্য, কিন্তু তওবা কবুল করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজেব নয়। বরং অনেক গোনাহ্ ত এমন আছে যাহা তওবা করিলেও মাফ হয় না বরং হক্বদারের নিকট হইতে মাফ করিয়া লইতে হয়।

৪। প্রশ্ন ঃ একটি সন্দেহ এই হয় যে, তাক্বদীরে গোনাহ্ লেখা আছে কাজেই আমাদের দোষ কি?

উত্তর ঃ ইহাত বড় সস্তা কথা, প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বলিয়া গোনাহ্ করিতে পারে। আরে ভাই বলত দেখি, যখন তুমি গোনাহ্ কর তখন কি তাক্বদীরের কথা মনে করিয়া কর? কখনই না বরং নফছের ধোকায় গোনাহ্ করার পর এইসব বাহানার কথা মনে পড়ে। আর তাক্বদীরের উপর এত বিশ্বাস থাকিলে কেহ তোমাকে জান মালে কষ্ট দিলে তাহার উপর রাগ হও কেন? কেন প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা কর? তখন তাক্বদীরের উপর কোথায় বিশ্বাস থাকে?

৫। প্রশ্ন ঃ তাক্বদীরে বেহেশ্ত থাকিলে বেহেশ্তে যাইব আর দোজখ থাকিলে দোজখে যাইব, কাজেই পরিশ্রম করিয়া লাভ কি?

উত্তর ঃ যদি তাক্বদীরের উপর এত বিশ্বাস থাকে তবে দুনিয়ার কারবারে কেন তদ্‌বীর কর এবং এত কষ্ট কর? পেটের জন্য হাল চাষ কর, বীজ বপন কর, ভাত পাকাও, লোক্মা বানাইয়া মুখে দাও, চাকুরী কর, মাথার ঘাম পায়ে ফেল। সন্তানের আশা করিলে বিয়ে-শাদী কর, যদি কিছমতেই লেখা থাকে তবে ত নিজে নিজেই পেট ভরিয়া যাইবে, সন্তান হইয়া যাইবে। এত সব আয়োজনের আর কি দরকার?

কাজেই বুঝা গেল, দুনিয়াদারী কাজের জন্য যেইরূপ তদ্‌বীর করিতে হয় আখেরাতের নেয়ামতের জন্যও নেক আমল করিতে হইবে।

৬। প্রশ্ন ঃ হাদীছে বর্ণিত আছে, "বান্দা আমার সহিত যেমন ধারণা রাখে আমিও তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিয়া থাকি।" কাজেই খোদার সহিত আমার নেক ধারণা আছে, তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ ইহা একটি জবরদস্ত ধোকা, কারণ নেক গুমানের অর্থ হইল আমল করিয়া আল্লাহ্র উপর নেক ধারণা করিবে। নিজের আমলের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। কেননা তদ্‌বীর ছাড়িয়া শুধু নেক ধারণা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বীজ বপন না করিয়া ফসলের আশা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭। প্রশ্ন ঃ একটি ধোকা এই যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা অমুক বুজুর্গের আওলাদ অথবা অমুক পীরের মুরীদ বা অমুক বুজুর্গের সহিত মহব্বত রাখি কাজেই আমরা যাহাই করি না কেন আল্লাহ্ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ বন্ধুগণ! যদি এমন কথাই যথেষ্ট হইত তবে আল্লাহ্র নবী আপন কলিজার টুক্‌রা ফাতেমাকে নিশ্চয় বলিতেন না যে—

"হে ফাতেমা! নিজেকে নিজে দোজখ হইতে বাঁচাও। কেননা আল্লাহ্র দরবারে কোন বিষয়ে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট নই।

অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল না থাকিলে শুধু নবীর বেটী পরিচয়েও কোন লাভ হইবে না। হ্যাঁ পরহেজগারীর সহিত কোন বুজুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক থাকিলে যেমন "সোনায় সোহাগা।"

আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ـ

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ ঈমানের ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি সেই আওলাদগণকে তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিব।"

অর্থাৎ বাপদাদার বুজুর্গীর বরকতে তাহাদের আওলাদগণকে যদি তাহারা নেক্‌কার হন বাপদাদার সহিত মিলাইয়া দিবেন। আর যদি ছেলেরা নিজেরাই গোমরাহ্, তবে তাহাদের জন্য কোন ওয়াদা নাই।

৮। **প্রশ্ন ঃ** একটি ধোকা হইল এই যে, আমাদের এবাদতের দ্বারা আল্লাহ্র কি লাভ হইবে?

উত্তর ঃ ইহা সত্য কথা যে, আল্লাহ্ পাকের কোন জিনিসের আবশ্যক নাই কিন্তু আমাদের তো আবশ্যক আছে। যেমন কোন ডাক্তার দয়া করিয়া কোন রুগীর জন্য কোন ঔষধ বাত্‌লাইয়া দেন আর মূর্খ রুগী ভাবিল যে, আমার ঔষধ খাইলে ডাক্তার সাহেবের কি লাভ হইবে? তাই আমি কেন কষ্ট

করিব? আরে নির্বোধ! ডাক্তারের উপকার হইবে না সত্য কিন্তু তোমার তো রোগ সারিবে আর তুমি ত স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

৯। কোন কোন বে-অকুপ আলেম বলিয়া থাকেন, আমরা ওয়াজ নছীহত করিয়া কত লোককে আমলওয়ালা বানাইতেছি, কাজেই তাহাদের ছওয়াব আমরাও পাইব। ইহাতে আমাদের সমস্ত গোনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। আবার কেহ বলেন, ছোব্‌হানাল্লাহে অ-বেহামদিহী পড়িলে এবং আরফা ও আশুরার রোজা রাখিলে কত শত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায় ইত্যাদি।

উত্তর ঃ যদি এই সব আমলই যথেষ্ট হইত তবে যাবতীয় হুকুম আহ্‌কাম বেকার হইয়া যাইত। মনে রাখিবে হাদীছের কিতাবে ঐসব আমলের সহিত এই শর্তও রাখা হইয়াছে যে,

اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ـ

অর্থাৎ " ঐসব আমল দ্বারা ছগীরা গোনাহ্ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে যদি কবীরা গোনাহ্‌সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়।" তদুপরি ওয়াজ নছীহতকারী আলেমদের ত বিপদ আরও বেশী! হাদীছে বে-আমল বক্তাদের কঠোর সাজার কথা বর্ণিত আছে।

১০। একটি ধোকা এই যে, কোন কোন জাহেল ফকীরগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা রিয়াজত মোজাহাদা করিয়া ফানাফিল্লার দরজায় পৌঁছিয়াছি। কাজেই এখন আমরা কিছুই করিতেছি না বরং সবকিছু তিনিই করেন। এইসব ভণ্ড ফকীরগণ আরও বলিয়া থাকে যে, এক ফোটা পেশাব কি সাগরকে নাপাক করিতে পারে? আবার বলে আমরা খোদার সহিত মিশিয়া গিয়াছি কাজেই এবাদত কাহার করিব আর নাফরমানীই বা কাহার করিব? আবার বলিয়া থাকে, আসল মক্বছুদ হইল তাঁহার জিকির। জিকির হাছেল হইলে আর নামাজ রোজার দরকার নাই, আবার কেহ কেহ বলে শরীয়ত ভিন্ন; তরীক্বত ভিন্ন; শরীয়তে অনেক জিনিস নাজায়েজ হইলেও তরীক্বতে উহা জায়েজ।

উত্তর ঃ এইসব অসার কথাগুলির মূল হইল মূর্খতা। এইসব ভণ্ড ফকীরদের মা'রেফাত বা ছলুকতো দূরের কথা সাধারণ এলেম কালামও ইহাদের নাই। এইসব অনেক উক্তির দ্বারা কাফের পর্যন্ত হইয়া যায়।

এইসব কাণ্ড জ্ঞানহীন উক্তির মোটা উত্তর হইল এই যে, রাছুলে আকরাম (ছঃ) হইতে বড় তওহীদওয়ালা আর কেহ ছিলনা আর ছাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় শিক্ষাও আর কেহ লাভ করে নাই। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা কি কখনও এইরূপ কথা বলিয়াছেন? সকলেই উত্তর দিবেন "না" তবে এইসব ভণ্ড ফকীরগণ এইরূপ আজেবাজে কথা কোথায় পাইল?

হুজুর (ছঃ) ও ছাহাবাদের খোদাভীতি, পরহেজগারী, তওবা এস্তেগ্ফার, ও নেক আমলের কোশেশ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে বাধ্য যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ও ছাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত নাজাত ও খোদা প্রাপ্তির কোন প্রকার আশা করা যায় না।

আখেরী গোজারেশ্

(অনুবাদকের পক্ষ হইতে)

আলহামদু লিল্লাহ্ অদ্য একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং মোতাবেক ৯ই ফাল্গুন ১৩৮৩ বাংলা এই কিতাবের অনুবাদ শেষ হইল। পাঠক বৃন্দের খেদমতে বড়ই কাতর স্বরে অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই কিতাবের মূল হযরত থানবী (রঃ) এর জন্য দোয়া করার সাথে সাথে এই পাপীষ্ট খাক্ছার অনুবাদকের জন্যও দোয়া করেন। যেন আল্লাহ্ পাক আপন রহমতে কামেলার উছিলায় এই কিতাবের বিষয় বস্তুর উপর আমল করিবার তওফীক্ব দান করেন ও পরকালে আমাকে ও আমার মাতা পিতা ও পীর ও ওস্তাদগণকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান দান করেন। আমীন, ছুমা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সমাপ্ত